যেসকল এনজিতে কোন তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন জমা পড়েনি

নিম্নোক্ত এনজিওসমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে তবে এসব এনজিও এর নিকট কেউ তথ্যের জন্য আবেদন দাখিল করেনি মর্মে প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়েছেঃ-

১. সূর্যের হাসি ক্লিনিক, এফ.ডি. এস. আর, বান্দরবান;
২. ইকো- ডেভেলপমেন্ট, উজানী পাড়া, পাবর্ত্য বান্দরবান-৪৬০০;
৩. সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি), ঢাকা;
৪. মানব শক্তি উন্নয়ন কেন্দ্র, ৭৭- মাহতাব উদ্দিন সড়ক, কোর্ট পাড়া, কুষ্টিয়া- ৭০০০;
৫. গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র, হল্‌দিবাড়ি, পার্বতীপুর, দিনাজপুর;
৬. মানসিকা, লালমনিরহাট;
৭. প্রগতি কো-অপারেটিভ ল্যান্ডমর্টগেজ ব্যাংক লিঃ, ইলোরা কমপেক্স, কাপাসিয়া বাজার, গাজীপুর;
৮. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতি, ৪৮/৩, পশ্চিম আগারগাওঁ, ঢাকা-১২০৭;
৯. হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন, শাহবুদ্দিন বিল্ডিং (২য় তলা), কলেজ রোড, বান্দরবান সদর, বান্দরবান
১০. কর্মসংস্থান ব্যাংক, বান্দরবান শাখা;
১১. সামসাল বাংলাদেশ, ঢাকা-১২০৯;
১২. স্ব-নির্ভর বাংলাদেশ, লালমাটিয়া, ঢাকা;
১৩. বলিপাড়া নারী কল্যান সমিতি (বিএনকেসি), উজারিপাড়া, বান্দরবান- ৪৬০০;
১৪. ঘাসফুল, ৪৩৮, মেহেদিবাগ রোড, চট্টগ্রাম;
১৫. কারসা ফাউন্ডেশন, ৭৪৯,সাতমসজিদ রোড, ঢাকা- ১২০৯;
১৬. কোডেক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার,বাড়ি-৪৭/এইচ, রোড # ১, ইস্পাহানি পার্ক, চট্টগ্রাস;
১৭. লাইট হাউস, জহুরুলনগর. বগুড়া;
১৮. প্রয়াস, মানবিক উন্নয়ন সোসাইটি, বেলেপুকুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ- ৬৩০০;
১৯.বাংলাদেশ থিওলজিক্যাল সেমিনারী, চট্টগ্রাম;
২০. সাজেদা ফাউন্ডেশন, বাড়ি#২৮, রোড #৭, বক-সি, নিকেতন হাউজিং সোসাইটি, গুলশান-১, ঢাকা;
২১. Bangladesh Every Home Contact, 38, Dilu Road, Dhaka-1000;
২২. Management and Resources Development Intitiative (MRDI), Mohammadpur, Dhaka-1207;
২৩. ফোকাস সোসাইটি, হাসপাতাল রোড, গাবতলী, বগুড়া-৫৮২০;
২৪. Action In Development-AID, Jhenaidah- 7300;
২৫. এসিস্‌টেন্স ফর দি লাইভলিহুড অফ দি অরিজিনস্ (আলো), খাগড়াছরি-৪৪০০;
২৬. পাশা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন , ১২৪ কবি সুকান্ত সড়ক, আদর্শপাড়া, ঝিনাইদহ;
২৭. সৃজনী বাংলাদেশ, পট # ৩, রোড# ১, মিরপুর- ১২১৬;
২৮. জাগরনী চক্র ফাউন্ডেশন, ৪৬ মুজিব সড়ক, যশোর- ৭৪০০;
২৯. কোস্ট ট্রাস্ট, বাড়ি # ৯/৪, রোড- ২, শ্যামলী , ঢাকা- ১২০৭;
৩০. বন্ধন , সোনাপুর সদর, নোয়াখালী;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৩১. ত জিংডং, উজানিপাড়া, বান্দরবান;

৩২. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), জামালপুর-২০০০;

৩৩. নিজেরা করি, লালমটিয়া, ঢাকা-১২০৭;

৩৪. এসো গড়ি উন্নয়ন সংস্থা(এ জি ইউ এস), সোনাই মুড়ী, নোয়াখালী;

৩৫. ফ্রেন্ডস্ ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ(এফআইভিডিবি), খাদিমনগর, সিলেট;

৩৬. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) বনানী, ঢাকা-১২১৩;

৩৭. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, মোহাম্মদপুর ইস্টেট হাউজিং, ঢাকা-১২০৭;

৩৮. জেসিএফ, বাংলাদেশ;

৩৯. নজীর (নতুন জীবন রচি) সমাজসেবা অধিদপ্তর , লালমনিরহাট;

৪০. সমাজ কল্যাণ উন্নয়ন সংস্থা (স্কাস) নিলুফার বিল্ডিং, শান্তিনগর, ঢাকা;

৪১. রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস বাংলাদেশ, বনানী, ঢাকা-১২১৩;

৪২. ওয়াটার এইড, বাড়ি- ৯৭/বি, রোড-২৫, বক- এ, বনানী, ঢাকা- ১২১৩;

৪৩. পাবনা প্রতিশ্রুতি;

৪৪. বাংলাদেশ মানবধিকার সাংবাদিক সংস্থা(বিএমএসএফ) আদাবর মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

৪৫. গ্রামীণ ব্যাংক, মিরপুর - ২, ঢাকা-১২১৬;

৪৬. মৌসুমী , নওগাঁ;

৪৭. ডিওআরপি হোম, ৩৬/২, পূর্ব শেওড়া পাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬;

৪৮. বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ, কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪, বাবর রোড, বক- বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং সংঘ, ঢাকা-১২০৭;

৪৯. এএলআরডি, ১০/১১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭;

৫০. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউড অব এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিয়াম) ফাউন্ডেশন,৬৩, নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০;

৫১. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সুফিয়া কামাল ভবন, ১০/ বি/১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০;

৫২. জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম), জয়পুরহাট;

৫৩. ইধহমষধফবংয খবমধষ অরফ ধহফ ঝবৎারপবং ঞৎঁংঃ , কধশৎধরষ, উযধশধ-১০০০.

৫৪. আমেরিকান সেন্টার ফর ইনটারন্যাশনাল লেবাল সোলিডারিটি, বাড়ি-৪৮, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২;

৫৫. পাপড়ি, বাংলাদেশ; নারায়ণপুর, বেলাব, নরসিংদী;

৫৬. সোপিরেট

৫৭. মনের বাড়ি (একটি সমাজকল্যান মূলক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান), চকোরিয়া , কক্সবাজার

৫৮. ডিকোনিয়া, বাড়ি-৫/৮, বক- বি, লালমাটিয়া , ঢাকা- ১২০৭

৫৯. শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, (এসএনএফ),২/২এ, মুজিব সড়ক, যশোর-৭৪০০

৬০. ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার,

৬১. এসিড সারভাইজরস ফাউন্ডেশন , বাড়ি-১২, রোড-২২, বক-কে, বনানী মডেল টাউন, ঢাকা- ন-১২১৩

৬২. টেকনিকেল এডভাইজার আরএইচস্টেপ, বান্দরবান সদর, হাসপাতাল

৬৩. ইঘঘজঈ ,বাড়ি- ১৩/১, রোড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭

৬৪. গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, বক- বি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৬৫. বাংলাদেশ মহিলা সমিতি,৪, নাটক সরনী (নিউ বেইলী রোড) ঢাকা, বাংলাদেশ

৬৬. সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস)

৬৭. সুশীলন, কেডিএ জলিল সরনি, বয়েরা , খুলনা

৬৮. বন্ধু কল্যান ফাউন্ডেশন (বি.কে.এফ), পো: রাজঘাট, নওয়াপাড়া মিউনিসিনাল এলাকা, আবহাওনীনগর, যশোর

৬৯. সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান- সুপ্র, ২/১৯, বক বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

৭০. শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইট (এসডিএস), সদর রোড, শরীয়তপুর

৭১. Management and Resources Development Initiative (MRDI), Mohommadpur, Dhaka-1207.

৭২. ডেমোক্রেসিওয়াচ, ৭, সার্কিট হাউজ, রমনা, ঢাকা

৭৩. বেলা,

৭৪. সাবলম্বন ইউনিয়ন সমিতি, শিবগঞ্জ রোড, নেত্রকোনা

৭৫. Samadhan, Upagilla Road, Keshabpur, Jessore- 7450

৭৬. গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

৭৭. প্রেপ, বাড়ী # ৪৪৫, রোড # ৫, বক- বি, চান্দগাঁও আ/ এ, চট্টগ্রাম

৭৮. সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এফ-৪/এ, আগারগাওঁ প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

৭৯. নারী ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, সাজিয়ারা, মাগুরা

৮০. সেভ দি প্যানেট এন্ড ডিসেবিলিটি-এসপিডি, এসপিডি কমপেক্স, মুজিবনগর, মেহেরপুর

৮১. সেভ দি পস্ন্যানেট এন্ড ডিসেবিলিটি- এসপিডি, ১৫/৯/ ই, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭

৮২. নুসা, নড়িয়া, উপজেলা- নড়িয়া, শরিয়তপুর- ৮০২০

৮৩. টেরিডেস হোমস্ ফাউন্ডেশন, ইটালি, হাউস নং- ৫৮, রোড- ৮৪, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

৮৪. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস (দীপ), ২১/ ইস্কাটন গার্ডেন রোড(৮ম তলা), রমনা , ঢাকা-১০০০ ।

৮৫. নুসা, নড়িয়া, উপজেলা- নড়িয়া, শরিয়তপুর- ৮০২০

৮৬. নারী পক্ষ, র‍্যাংগস নীলূ স্কয়ার (৫ম তলা) সড়ক# ৫/এ, পট# ১,২,৩, সাত মসজিত রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯

৮৭. সিল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাসা নং ৮, রোড নং ১৭, উত্তরা সেক্টর- ৪, ঢাকা- ১২৩০

৮৮. ফেয়ার, ৪৫/১ আর, এ খান চৌধুরী রোড, ছয় রাস্তার মোড়, থানাপাড়া , কুষ্টিয়া

৮৯. ইউসেপ বাংলাদেশ , পট- ২ও ৩, মিরপুর- ২, ঢাকা- ১২১৬

৯০ . বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেএফ), ডাক-রাজঘাট, নওয়াপাড়া পৌর এলাকা, অভয়নগর, যশোর

৯১. সেন্টার ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসিসট্যান্স (সিসিএলডিএ), আদমপুর, রায়পুর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

৯২ সমন্বিত উন্নয়ন সেবা সংগঠন (সাস), সাথি সিনেমা রোড, মধুপুর, টাঙ্গাইল ।

৯৩ Socio Economic Development Alliance- SEDA, Shomshernagar Road, Moulvibazar- 3200.

৯৪. . সিসিডিবি, কমপ্রিহেনসিভ পোভার্টি রিডাকশান প্রোগ্রাম (সিপিআরপি), বান্দরবান সদর, বান্দরবান

৯৫. দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস), মেহেরপুর

৯৬. Association For Realisation of Basic Needs- ARBAN, Road# 9/A, Dhanmaondi R/A, Dhaka- 1209.

৯৭. Research Initiatives Bangladesh, House No- 104, Road No.25, Block-A, Banani, Dhaka- 1213

৯৮. Suchana Samaj Unnyan Sangstha, Thanapara, Boda, Panchangarh

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

৯৯. . আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ৭/১৭, বক- বি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭

১০০. Society For Social Service, Mymenshingh Road, Tangail, P.O. Box No.10, Tangail.

১০১ Basco Foundation , House No: 78, Pasuhospital Para, Sayabithi Road, Magura. -7100

১০২. Meherpur Foundation, College Road, Meherpur- 7100.

১০৩. Popi, 5/11-A, Block-E, Lalmatia, Dhaka-1207.

১০৪. ভলান্টারি এ্যাসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড), মোহাম্মদপুর, ঢাকা

১০৫. রুবাল ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা-১৩২০ ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ছ

সরকারী বেসরকারী সংস্থা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সমূহের ইংরেজী সার-সংক্ষেপ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Summary of Information on RTI Requests (Govt. & NGOs)

SL No	Institute/ Organization Name	Request for Information (RFI)	Response Given (RG)	Response Outstanding (RO)/ Rejected	Money Received as Revenue
	Ministries				
1	Parliament Secretariat	3	3	0	0
2	Ministry of Finance				
2 (1)	Finance Division	29	0	29 (Rejected) Section 7 (1,2,3,5)	
2 (2)	Office of the Comptroller and Auditor General	6	6	0	174
2 (3)	Sonali Bank Ltd.	5	5	0	
2 (4)	Agrani Bank Ltd.	104	104	0	
2 (5)	Janata Bank Ltd.	3	3	0	
2 (6)	Rajshahi Agricultur Development Bank (RAKAB)	2	2	0	
2 (7)	Palli Karma Shahayok Foundation (PKSF)	180	180	0	
2 (8)	Investment Corporation of Bangladesh (ICB)	3	3	0	
2 (9)	Credit and Sick Industries Section	25	25	0	
2 (10)	Internal Resources Division	40	40	0	
3	Ministry of Housing & Public Works (MOHPW)				
3 (1)	Administrative Branch-1	2	2	0	
3 (2	RAJUK	5	5	0	
3 (3)	CHAUK	1	1	0	
4	Ministry of Information				
4 (1)	Information Commission	10	10	0	100
4 (2)	Bangladesh Film Censor Board	1	1	0	
4 (3)	Bangladesh Film Archive	1	1	0	
4 (4)	Bangladesh Television	1	0	1 (Rejected); Section 8 (2,3)	
4 (5)	Directorate of Film & Publication	3	3	0	
4 (6)	BASOS	2	2	0	
5	Ministry of Industries				
5 (1)	BSCIC	8	8	0	
5 (2)	BSTI	3	3	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

6	Ministry of Commerce				
6 (1)	Administrative Branch-4	1	1	0	
6 (2)	Joint Stock Companies and Firms	1	1	0	
7	Ministry of Posts and Telecommunications				
7 (1)	BTRC	1	1	0	
7 (2)	BAKESHI	1	1	0	
8	Ministry of Expatriates' Welfare and Overseas Employment	2	2	0	
9	Ministry of Cultural Affairs	5	5	0	
10	Ministry of Communication	1	1	0	
11	Ministry of Power, Energy and Mineral Resources	1	0	1 (Rejected) Article 26.9 of the Treaty with Conoco-Phillips	
12	Office of the Prime Minister	6	6	0	
13	Ministry of Defense				
13 (1)	*Sena Sadar*, GS Branch	1	0	1 (Rejected)	
13 (2)	SPARSO	11	11	0	
14	Ministry of Water Resources	60	60	0	2,294
15	Bangladesh Public Service Commission	1831	1730	2 (Rejected) 99 (under process)	19,89,000
16	Ministry of Agriculture				
16 (1)	Bangladesh Jute Research Institute	1	1	0	
16 (2)	Seed Distribution Agency	4	4	0	
17	Ministry of Environment and Forestry	7	7	0	406
18	Ministry of Health and Family Planning				
18(1)	Directorate of Health	4	0	0	0
19	Ministry of Railway	598	598	0	0
Total		**2973**	**2840**	**133 [RR: 34; RO: 99]**	**1,991,874**
Dhaka Division					
1	Munshiganj				
1 (1)	UNO Office, Lohajang	2	0	2 (Rejected)	
2	Narayanganj				
2 (1)	DC Office, Narayanganj	1	1	0	
2 (2)	UNO Office, Narayanganj Sadar	1	1	0	
2 (3)	UNO Office, Bandar	1	1	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2 (4)	District Women Affairs Office	20	20	0	
3	Manikganj				
3 (1)	DC Office, Shariyatpur	100	100	0	
3 (2)	UNO Offices	11	11	0	
4	Gazipur				
4 (1)	DC Office, Gazipur	1	1	0	
4 (2)	UNO Office, Gazipur Sadar	2	2	0	
4 (3)	Upazila Agriculture Office, Gazipur Sadar	1	1	0	
5	Netrakona				
5 (1)	DC Office, Netrakona	13	13	0	
5 (2)	UNO Office, Barhatta	4	4	0	
5 (3)	Civil Surgeon Office	2	2	0	
6	Jamalpur				
6 (1)	DC Office, Jamalpur	12	12	0	
6 (2)	District Women Affairs Office	1	1	0	
6 (3)	UNO Office, Jamalpur Sadar	1	1	0	
6 (4)	UNO Office, Melandaha	1	1	0	
6 (5)	Exec. Engineer, R. & H.	1	1	0	
6 (6)	Taranga Women Welfare Organization	4	4	0	
7	Sherpur				
7 (1)	UNO Office, Jhinaigati	40	40	0	
8	Gopalganj				
8 (1)	DC & UNO Offices, Gopalganj	3	2	1 (Rejected); Section 7 (f, g, k)	
9	Tangail	17	17	0	0
Total		**222**	**219**	**3 [Rejected]**	**0**
Chittagong Division					
1	Chittagong				
1 (1)	DC Office, Chittagong	3	2	1 (under process)	
1 (2)	UNO Office, Satkania	1	1	0	
2	Comilla				
2 (1)	DC Office, Comilla	1089	1089	0	120
2 (2)	UNO Office, Adorsho Sadar	51	51	0	755
2 (3)	UNO Office, Sadar South	14	14	0	70

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2 (4)	Upazila Health & Fam. Planning Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (5)	Upazila Agr. Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (6)	Upazila Livestock Office, Sadar South	10	10	0	30
2 (7)	Upazila Engineering Office, Sadar South	10	10	0	50
2 (8)	Upazila Project Implementation Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (9)	Upazila Social Welfare Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (10)	Upazila Education Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (11)	Upazila Statistics Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (12)	Upazila Youth Development Office, Sadar South	5	5	0	25
2 (13)	Upazila Public Health Engineer, Sadar South	12	12	0	60
2 (14)	Upazila Ansar & VDP, Sadar South	4	4	0	20
2 (15)	Upazila Women Affairs Office, Sadar South	15	15	0	75
2 (16)	Upazila Secondary Education Office, Sadar South	9	9	0	45
2 (17)	Upazila Rural development Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (18)	Upazila Family Planning Office, Sadar South	6	6	0	30
2 (19)	Upazila Accounts Office, Sadar South	4	4	0	20
2 (20)	Upazila Cooperative Office, Sadar South	8	8	0	40
2 (21)	Upazila Fisheries Office, Sadar South	18	18	0	90
2 (22)	Upazila Education Office, Chauddagram	10	10	0	
2 (23)	Upazila Cooperative Office, Chauddagram	5	5	0	
2 (24)	Upazila Public Health Engineering Dept., Chauddagram	5	5	0	
2 (25)	Upazila Women Affairs Office, Chauddagram	1	1	0	
2 (26)	Upazila Agr. Office, Chauddagram	4	4	0	
2 (27)	Upazil Engineer's Office (LGED), Chauddagram	5	5	0	
2 (28)	Upazila Secondary Education Office, Chauddagram	2	2	0	44
2 (29)	UNO Office, Laksam	6	6	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2 (30)	Upazila Cooperative Office, Laksam	1	1		14
2 (31)	Upazila Social Welfare Office	5	5	0	
2 (32)	UNO Office, Homna	37	37	0	
2 (33)	AC (Land), Homna	80	80	0	
2 (34)	Upazila Family Planning Office, Homna	5	5	0	
2 (35)	Upazil Engineer's Office (LGED), Homna	16	16	0	
2 (36)	Upazila Agr. Office, Homna	130	130	0	
2 (37)	Upazila Project Implementation Office, Homna	24	24	0	
2 (38)	Upazila Engineer's Office, Manohorganj	2	2	0	
2 (39)	Upazila Project Implementation Office, Manohorganj	2	2	0	
2 (40)	Upazila Social Welfare Office, Manohorganj	1	1	0	
2 (41)	UNO Office, Chandina	8	8	0	60
2 (42)	UNO Office, Muradnagar	5	5	0	
2 (43)	UNO Office, Daudkandi	3	3	0	30
2 (44)	AC (Land), Daudkandi	2	2	0	20
2 (45)	Upazila Cooperative Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (46)	Upazila Food Controller's Office, Daudkandi	2	2	0	10
2 (47)	Upazila Youth Development Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (48)	Upazila Health Office, Daudkandi	2	2	0	
2 (49)	Upazila Agr. Ext. Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (50)	Upazila Health Complex, Daudkandi	2	2	0	4
2 (51)	Upazila Family Planning Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (52)	Upazil Engineer's Office (LGED), Daudkandi	2	2	0	20
2 (53)	Upazila Education Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (54)	Upazila Fisheries Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (55)	Upazila Project Office, Daudkandi	1	1	0	10
2 (56)	Upazila Rural Development Office, Daudkandi	2	2	0	20
2 (57)	Upazila Ansar & VDP, Daudkandi	2	2	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2 (58)	Upazila Statistics Office, Brail Daudkandi	3	3	0	
2 (59)	Upazila Women Affairs Office, Daudkandi	4	4	0	30
2 (60)	Upazila Livestock Office, Daudkandi	3	3	0	30
2 (61)	UNO Office, Meghna	8	8	0	16
2 (62)	AC (Land), Meghna	6	6	0	12
2 (63)	Upazila Agriculture Office, Meghna	3	3	0	
2 (64)	Upazila Engineer's Office, Meghna	3	3	0	6
2 (65)	Upazila Fisheries Office, Meghna	1	1	0	2
2 (66)	Upazila Youth Development Office, Meghna	3	3	0	6
2 (67)	Upazila Social Welfare Office, Meghna	4	4	0	8
2 (68)	Upazila Project Implementation Office, Meghna	3	3	0	6
2 (69)	UNO Office, Debiduar	2	2	0	10
2 (70)	UNO Office, Burichang	7	7	0	
2 (71)	UNO Office, Brahman Para	8	8	0	20
2 (72)	Upazila Social Welfare Office, Brahman Para	5	5	0	12
2 (73)	AC (Land), B. Para	6	6	0	12
2 (74)	Upazila Health & F. Planning, B. Para	2	2	0	4
2 (75)	Upazila Agr. Office, B. Para	4	4	0	5
2 (76)	Upazila Engineer's Office, B. Para	5	5	0	20
2 (77)	Upazila Fisheries Office, B. Para	4	4	0	25
2 (78)	Upazila Rural Development Office, B. Para	3	3	0	6
2 (79)	Upazila Education Office, B. Para	3	3	0	25
2 (80)	Upazila Secondary Education Office, B. Para	5	5	0	10
2 (81)	Upazila Accounts Office, B. Para	5	5	0	10
2 (82)	Upazila Youth Development Office, B. Para	4	4	0	8
2 (83)	Comilla Palli Bidyut Samiti -2, B. Para	5	5	0	10
2 (84)	Upazila Food Controller's Office, B. Para	4	4	0	8
2 (85)	Upazila Project Implementation Office, B. Para	2	2	0	10

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

2 (86)	Upazila Cooperative Office	3	3	0	6
2 (87)	Upazila Statistics Office, B. Para	10	10	0	20
2 (88)	Upazila Women Affairs Office	2	2	0	4
2 (89)	Sub-Assistant Engineer's Office (Public Health), B. Para	3	3	0	6
2 (90)	Upazila Resource Centre, B. Para	3	3	0	6
2 (91)	Upazila Ansar & VDP, B. Para	12	12	0	24
2 (92)	Upazila Forestry Office, B. Para	5	5	0	10
2 (93)	Upazila Fam. Planning Office, B. Para	5	5	0	10
2 (94)	District Youth Development Office	1	1	0	
2 (95)	Directorate of Mass Communication	1	1	0	
2 (96)	District Office for Women Affairs	1	1	0	
2 (97)	Agr. Ext. Dept.	13	13	0	
2 (98)	Regional Statistics Office	7	7	0	
2 (99)	Ex. Eng., LGED, Comilla	7	7	0	14
3	Brahmanbaria				
3 (1)	DC Office, Brahmanbaria	1062	1062	0	
4	Noakhali				
4 (1)	DC Office, Noakhali	3	3	0	20
5	Rangamati				
5 (1)	DC Office, Rangamati	253	253	0	
6	Bandarban				
6 (1)	DC Office, Bandarban	1	1	0	
6 (2)	Bandarban Technical School & College, Meghla	1	1	0	
6 (3)	Cultural Institute for Ethnic Minorities	1	1	0	
Total		**3183**	**3182**	**1 [RO]**	**2,353**
Khulna Division					
1	Khulna				
1 (a)	DC Office, Khulna	1	0	1 (Rejected); Section 7	
2	Bagerhat				
2 (a)	DC Office, Bagerhaat	1	1	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3	Jessore				
3 (a)	DC Office, Jessore	16	16	0	190
4	Jhenaidah				
4 (1)	Civil Surgeon Office	2	2	0	
4 (2)	District Social Welfare Office	1	1	0	
5	Kushtia				
5 (1)	DC Office, Kushtia	4	4	0	
6	Meherpur				
6 (1)	DC Office, Meherpur	2	2	0	
Total		**27**	**26**	**1 [Rejected]**	**190**
Rajshahi Division					
1	Rajshahi				
1 (1)	Barendra Multipurpose Development Authority	16	16	0	6700
2	Natore				
2 (1)	DC Office, Natore	94	94	0	20
3	Naogaon				
3 (1)	DC Office, Naogaon	1	1	0	
3 (2)	UNO Office, Mahadebpur	1	1	0	
3 (3)	UNO Office, Badalgachhi	7	7	0	1262
3 (4)	District Social Welfare Office	273	273	0	
3 (5)	District Cooperative Office	20	20	0	
4	Chapai Nawabganj				
4 (1)	DC Office, Chapai Nawabganj	59	39	20 (Rejected); Section 7 (d,e,k)	105
4 (2)	Chapai Nawabganj Pouroshabha	54	34	20 (Rejected); Section 7 (d, e, & k)	98
4 (3)	BRDB, Chapai Nawabganj	24	24	0	
5	Pabna				
5 (1)	UNO Office, Sujanagar	7	0	7 (Rejected)	
5 (2)	Regional Statistics Office, Pabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIC, Pabna	14	14	0	
5 (4)	District Marketing Office	37	37	0	
6	Joipurhat				
6 (1)	DC Office, Joipurhat	6	6	0	
Total		**616**	**569**	**47 [Rejected]**	**8,185**

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Rangpur Division					
1	Rangpur				
1 (1)	DC Office, Rangpur	523	523	0	11,465
2	Gaibandha				
2 (1)	DC Office, Gaibandha	1	1	0	
3	Nilphamari				
3 (1)	DC Office, Nilphamari	10	6	4 (under process)	
4	Lalmonirhat				
4 (1)	DC Office, Lalmonirhat	2	0	2 (Rejected)	
4 (2)	Civil Surgeon Office	3	3	0	
5	Dinajpur				
5 (1)	DC Office, Dinajpur	2	2	0	
Total		**541**	**535**	**6 [RR: 2, RO: 4]**	**11,465**
Barisal Division					
1	Pirojpur				
1 (1)	DC Office, Pirojpur	2	2	0	
2	Jhalakathi				
2 (1)	Roads Division	11	11	0	
2 (2)	District Election Office	4	3	1 (Rejected); Section 7	205
2 (3)	District Registrar's Office	1	1	0	
2 (4)	BRAC, Jhalakathi	11	11	0	
2 (5)	Sub District Agriculture Office, Kathalia	1	1	0	
2 (6)	Sub District Sub-registry Office, Kathalia	62	62	0	910
Total		**92**	**91**	**1 [Rejected]**	**1,115**
District Level Total		**4698**	**4639**	**59**	**23,308**
Non Governmental Organizations (NGOs)					
1	Shocheton Shahajjyo Shongstha (SSS)	6	6	0	
2	Development Research Network (D.Net)	4	4	0	
3	Ankur ICT Development Foundation	2	2	0	
4	Agragati	6	6	0	
5	Wave Foundation	7	7	0	
6	BRAC	18	18	0	

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

7	Banchte Shekha	3	3	0	
8	Integrated Social Development Effort (ISDE)	2	2	0	
9	Caritas Bangladesh	6	6	0	
10	Proshika	3	3	0	
11	Mrochaw Chen Chap Eungra Tia	6	6	0	
12	Transparency International Bangladesh (TIB)	25	25	0	
13	Society of Renaissance Bangladesh (SRB)	42	42	0	550
14	Development Initiative for Human Advisement (DIA)	2	2	0	
15	Unnayan Shangha	5	5	0	
Total		**137**	**137**	**0**	**550**
Grand Total		**7808**	**7616**	**192 [RR: 88, RO: 104]**	**2,015,732**
Percentage of RG against RFI		**97.54%**			
Percentage of RR against RFI		**1.13%**			
Percentage of RO against RFI		**1.33%**			

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - জ

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও প্রবন্ধ এবং তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Limiting the limitations: Designing exemptions that balance both effective and accountable governance

Muhammad Zamir
Chief Information Commissioner

I hope I am permitted to say that our meeting today can be best described as a mutual learning process.

It would be important in this context to share our experience pertaining to the evolution taking place in the upholding of human rights within the matrix of access to information. I believe this is important given the fact that right to information is a basic tool for building robust democratic systems through the informed participation of politically active and conscious citizens interested in matters of public interest.

We must remember that public information is meant not only to protect rights but also prevent abuses by the State. This path is not easy and success depends not only on the tools that we have at our disposal but also in our ability to use them effectively. I recall in this regard the important Chilean case- Claude Reyes v. Chile where the Inter-American Court of Human Rights became the first international tribunal to recognize the right to access to public information as a fundamental human right.

Since then, Chile, through the passage of the Transparency Act and the creation of the Transparency Council in 2009, has emerged as one of the region's leading countries involved with access to information. It would be important to note here that nearly 20 countries in the Americas have passed access to information laws.

Comparably, in South Asia, till now, only four- Bangladesh, India, Nepal and Pakistan- have Right to Information (RTI) systems in place. Afghanistan, Bhutan and Maldives are seriously considering introducing such process, but Sri Lanka is still debating this principle given their sensitivity over the Tamil problem.

The Bangladesh Constitution and the Right to Information Act, 2009, like Article 13 of the American Convention on Human Rights, reiterates that every citizen has the right to seek, to receive and impart information freely with the exception of certain regime of restrictions.

In the case of Bangladesh, Section 2 (f) of the RTI Act defines 'information' as including any memo, book, design, map, contract, data, log book, order, notification, document, sample, letter, report, accounts, project proposal, photograph, audio, video, drawing, painting, film, instrument done through electronic process, machine readable record and official activities of any authority. It is wide in terms of scope and intent.

The exemptions are outlined in section 7 of our RTI Act. They include inter alia: information that may, if disclosed, cause a threat to the security, integrity and sovereignty of Bangladesh; information relating to foreign policy that may affect the existing relationship with any foreign country or international organization; any secret information received from a foreign government; any information relating to intellectual property right; any advance information about income tax, government duties, the budget or changes in the tax rate; any advance information about management of financial institutions or changes related to exchange rate or interest rate; any information, that may, if disclosed offend privacy of an individual or endanger his physical safety or of the public or due judicial process of a pending case including investigation; any information pertaining to a purchase process before it is completed or a decision has been taken about it (consistent with the existing regulations and rules) or any documents to be placed before the Cabinet. A Schedule vide Section 32 also enumerates that the provisions of the RTI Act would not apply (except with regard to information pertaining to corruption and violation of human rights) pertaining to certain State security and intelligence agencies involved in state security and intelligence gathering. Section 9 (4) however tries to level the playing field by stating that whatever be the situation, if a request for information relates to the life and death, arrest and release from jail of any person, the Officer-in-charge shall provide preliminary information thereof within 24 hours.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

I have found the presence of almost similar exemptions in a comparative study carried out with regard to RTI provisions in other South Asian countries, China, Korea, Japan, the USA, and several European countries.

The United Kingdom has introduced another new element into the equation. They have expanded the horizon with their NCND principle which permits their authorities to 'neither confirm nor deny' that the relevant authority 'holds' the information. This apparently is based on the supposition that simply by confirming that the relevant authority holds the information, might be a form of disclosure of exempt information. The UK authorities also have what they term as a 'Public Interest test' where they weigh up whether the public interest is in maintaining the exemption or disclosing the information. In this context it was interesting to come across the Foreign and Commonwealth Office cautionary observation that 'what is interesting to the public is not always in the public interest'.

Exemptions or limitations appear to be more or less similar in the context of RTI and FOIA regimes within the global landscape. Unfortunately, 9/11 events and other associated terrorist attacks have exacerbated this situation and sometimes affected the common person's chances of accessing to information. In some cases, the practicing of anticipatory self-defense has even led to expanding the areas of exemptions. This has taken place in the USA and a few other countries.

On the other hand there is the function of RTI as envisaged in the 1999 Joint Declaration of the Special Rapporteurs for Freedom of Expression of the UN, OSCE and the OAS. It states that 'implicit in freedom of expression is the public's right to open access to information and to know what governments are doing on their behalf, without which truth will languish and people's participation in government would remain fragmented'.

This brings me to the cognizance of the serious principle of State administration following the path of maximum disclosure and good faith. It is also this aspect that persuades me to believe that RTI must be subject to a limited regime of exceptions, which in turn has to be interpreted restrictively, with all the provisions aimed at favoring right of access. Denials of information must in this context be reasoned and the burden of proving that the required information cannot be released should fall on the State. In addition, in the event of any doubt or legal vacuums, RTI should take precedence. Exceptions must not become the general rule and information classified as secret or confidential must be published after a reasonable period of time. This will make public administration more transparent and promote good governance.

There also needs to be an obligation to provide an adequate and suitable legal remedy for reviewing denials of requests for information.

We need to realize that RTI imposes on the State and in our case also on non-governmental organizations (receiving financial support from the State or from foreign development partners) an obligation of pro-active transparency. It also needs to be noted that the information provided should be understandable and available in approachable language and up to date. This will be consistent with the expectations raised by the UN, OAS and the OSCE Special Rapporteurs on Freedom of Expression and their 2004 Joint Declaration. This element will be particularly important with regard to activities that affect members of the public, their budget, subsidies, benefits and contracts.

Let me now touch on admissibility and conditions of limitations within the sphere of right to access to information. In principle, limitations that remove certain types of information from public access is based on their exceptional nature, purported legal and legitimate objectives and the possibility of real danger threatening national security. Unfortunately, this process of withholding information creates fertile grounds for discretionary and arbitrary action on the part of State bodies that then create the inherent right of classification of information as secret, reserved or confidential. This in turn generates some uncertainty in what citizens can take for granted. Such a scenario might subsequently lead to exceptions becoming the easy way out and a common practice.

In South Asia we are trying to agree that limitations to RTI to seek, to receive and impart information must be prescribed by law expressly and in advance, to ensure that discretion as a tool is not resorted to in

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

an excessive manner. It is being expected that such reference should not be just to any legal norm, but rather to general normative acts. This is consistent with Advisory Opinion 6/86 expressed by the Inter American Court. This is an important factor and needs to be viewed against the requirement of compelling public interest.

The person seeking information also needs to be provided with a reasoned response that provides the specific reasons for which access is denied. In the Bangladesh RTI process this has been ensured for the applicant through Form 'Kha' of Rule 5 of the RTI Act, 2009.

Within the contemporary scenario, national security needs are often underlined for exercise of exemptions and for implementing limitations on the free flow of information. It has become a controversial issue. The excuse of national security for not releasing information may be used with regard to immediate threats- for example the particular tactics of an ongoing military campaign- rather than as a tool to prevent embarrassment of officials for previous foreign policy interventions or security associated campaigns.

I feel that secrecy laws need to define national security precisely without being vague or generic. Jurists quite correctly have pointed out that the criteria to be used for determining whether or not information can be declared secret should be unambiguous. This is the only way for ensuring the primacy of public interest. The rules should also include an organogram that stipulates which official or officials are entitled to classify documents as secret and should also set overall limits on the length of time documents may remain so.

There is also need to refer in this context to 'whistleblowers' and their obligation to maintain confidentiality or secrecy. I believe that 'whistleblowers' revealing information for public good on deliberate wrongdoing by public bodies through action or policies that might pose serious threats to public health, public safety, fundamental human rights as enshrined in law and the constitution or the environment need to be protected against legal, administrative or employment related sanctions.

I also take this opportunity to refer to the landmark Case of Myrna Mack Chang v. Guatemala and the Inter-American Court's judgment (of November 25, 2003) in the framework of a criminal proceeding (pertaining to an extrajudicial execution) especially when it involves the investigation and prosecution of illegal actions attributable to the security forces of the State. Public authorities should not try to shield themselves behind the protective cloak of official secret to avoid or obstruct the investigation of illegal acts ascribed to the members of its own bodies (security forces). In other words the 'clandestinity of the Executive branch' trying to perpetuate impunity is being frowned upon. It would be pertinent here to refer to the important findings in the case- Department of the Air Force v. Rose, U.S. 352.361(1976) which pointed out that if there is a genuine public interest, then government agencies cannot deny access to information by citing the 'internal' nature of the information. There is a lot to learn from this for many security agencies operating in South Asia.

It would be fitting here to also share with all of you a few other views regarding accessing to information and how to reduce limitations. We need to understand that lack of clarity, particularly in developing countries is enhanced by poor record management. There needs to be emphasis on the creation and preservation of digitalized police archives and land records to reduce chances of abuse of authority. This will also improve the process of best practice in domestic law and will in turn help individuals to access to State information consistent with Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

We have to appreciate that there is always the need to support the 'culture of transparency'. We must understand that the First Chamber of the Constitutional Court of Peru was quite correct in its observation of 18 August, 2009 that the legal need for transparency 'obligates the Administration without requiring justification for the solicitation thereof'. This will reduce the prospect of corruption.

The State also needs to carefully examine and consider the following aspects to off-set any difficulty that may be caused to the process of transparency and in the free flow of information:

(a) Jurisprudence on the obligation to prepare a public version of a document when the requested information is partially confidential;

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(b) Jurisprudence on the State's duty to demonstrate causality and proof of damage in order to invoke the confidentiality of an administrative procedure;

(c) Jurisprudence on the obligation to submit denial of documents for reasons of national security to review in the chambers of the respective Information Commission;

(d) Regulations and jurisprudence to specifically address access to court documents, such as complaints, briefs, motions and evidence. While judges may have discretion in the implementation of exceptions related to access to court information, the RTI law should outline clear, narrow, intelligible standards to guide judges in their decision making; and

(e) Jurisprudence on the obligation not to persecute journalists or editors for their good-faith publication of information (this will of course not apply if there is proof of any personal or monetary gain accruing to the media person arising out of such publication).

Before concluding, I would like to take this opportunity to draw your kind attention to some important suggestions raised by the World Bank Institute in their working paper, Proactive Transparency: The future of the Right to Information with regard to public offices and institutions. I believe that these areas of disclosure merit serious consideration. They are as follows:

- Institutional information: legal basis of the institution, internal regulation, functions and powers.
- Organizational information: organizational structure including information on personnel and the contact information of public officials responsible for providing information.
- Operational information: data being used as a basis for formulating strategy and plans, activities, procedures, decisions, reports, and evaluations.
- Public services information: descriptions of services offered to the public, information on fees and deadlines.
- Budget information: projected budget, actual income and expenditure (including salary information) and audit reports.
- Open meeting information: information on such meetings and how to attend them.
- Subsidies information: information on the beneficiaries of subsidies, the objectives, amounts, and implementation.
- Public procurement information: detailed information on public procurement processes, criteria, and outcomes of tender applications; copies of contracts, and reports on completion of contracts.
- Lists, registers, databases: information on the lists, registers, and databases held by the public body and whether they are available online and/or for on-site access by members of the public.
- Information about information held: an index or register of documents/information held in databases.
- Publications information: information on publications issued and whether these are free of charge or the price to be paid if they have to be purchased.

Such proactive disclosure can be done through- government web portals, sunshine laws which require that regulatory authorities' meetings, decisions and records be made available to the public and through e-governance programs.

This will help in limiting limitations and assist in the creation of better governance and greater accountability.

(Presented in the meeting of the Information Commission of Canada, Ottawa 4-6 October, 2011)

(Ambassador Muhammad Zamir is Chief Information Commissioner, Information Commission, Bangladesh and can be reached at mzamir@dhaka.net)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Journey of RTI: From Sweden to Bangladesh

The Daily Independent

(Monday, 12 September 2011)

M. A. Taher

Right to Information (RTI) has become an important and popular subject to the world community in recent times. But it is a recent concept in Bangladesh. The question is why and how it has become so popular and prominent. RTI is the 'Oxygen of Democracy' and a 'Sharp Cutting Weapon' against corruption. It gives meaning to participatory democracy and support to participatory development.

Marginalised groups are given a voice and tool to scrutinise development activities through RTI legislation. Democracy, equitable economic development and national stability are enhanced. It promotes openness, transparency and accountability, prevents administrative arbitrariness and bridges the gap between the provider and the recipient of public services. It also makes citizens a part of the decision-making process, government responsive and strengthens the foundation of democracy.

In a nut-shell, RTI is the effective tool for ensuring transparency and accountability in all public offices, statutory and autonomous bodies and private and non-government organisations (NGOs) run by the government or foreign funding. It helps in the reduction of corruption, establishing of good governance, sustainability of democracy and finally, establishment of a welfare state.

Right to Information started functioning in different countries in different names, such as Right to Information Act (RTIA), Freedom of Information Act (FOIA), Freedom of Press Act (FOPA), Freedom of Printing Act (FOPA) etc. But the activities of all the Acts are more or less the same.

Sweden was the first country to provide freedom of information to its citizens way back in 1766. She was quite alone for about 122 years in her long journey. Sweden was followed by Columbia in 1888 and Finland in 1951. RTIA was enacted by the United States of America (USA) in 1966 and amended in 1974 after the Watergate Scandal. It seems, 200 (two hundred) years was needed by the RTI idea to cross the Atlantic and to reach USA from Europe.

Everyone knows that the first achievement in the field of RTI/FOI was the passage of the Swedist FOPA in 1766. Most people, however, do not know the circumstances leading to that event. How such a revolutionary/radical piece of law was came into operation.

Why did it happen then and there? According to Blanton, "The reason was realpolitik. Sweden enjoyed an extended period of parliamentary rule between 1718 and 1772. And the new majority party in 1766 wanted to see the documents that the previous government had kept secret. "

The historical evidence is inevitably complex and contested. An inspired and significant pro-disclosure intellectual pamphlet, advocating freedom of press / information was published around that time. It was condemned, confiscated and selling, purchasing or making it accessible to the public was subject to penalty. The end result was a fight in the Swedish Parliament.

During the 18th century, struggles between two political parties, the "hats" and the "caps" led to a general discontent with regard to the lack of information about important state matters and the abuse of power by the irresponsible bureaucracy. The struggles for increased openness resulted in the adoption of the Freedom of Press Act, 1766.

The movement of RTI got momentum after the enactment of RTIA by the USA in 1966. During 1766-1966 the performance of RTI was limited within 04 (four) countries only. The number increased by 38 (thirty eight) countries by the year 2000 and the same has jumped up further to 50 (fifty) countries within a decade.

By the year 2010 the total number of RTI countries reached to 92 (ninety two). Bangladesh along with Cayman Islands, Chile, Cook Islands, Guatemala and Uruguay are the youngest members of the RTI family. They have adopted RTI in the year 2009. Out of 193 (one hundred and ninety three) countries, including newly born South Sudan, 92 (ninety two) countries of the world are covered by RTI.

Globally, a good number of other countries are also planning to join in the RTI family. Based on the rapid expansion, it is expected that by the middle of the present century, all the member countries of the world may be covered by RTI Acts.

The writer, a freedom fighter, is a former Secretary to the Government

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার আইন
সম্ভাবনার নতুন ক্ষেত্র

ড. সাদেকা হালিম

তথ্য অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য বহু রাষ্ট্রে 'তথ্য অধিকার আইন' আছে। জনগণের তথ্য অধিকার, সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সংবিধানে মৌলিক অধিকাররূপে স্বীকৃত চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির অধিকারকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫ এপ্রিল ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন বাংলাদেশ গেজেট প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়।

তথ্য অধিকার আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র এবং অঙ্গসংগঠন, রাজনৈতিক দল নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে। ওই আইনের ধারা ৪- এ উলেখ আছে, 'প্রত্যেক নাগরিকের কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে তথ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং কর্তৃপক্ষেরও একজন নাগরিককে তথ্য প্রদানে বাধ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চালিকাশাক্তি হিসেবে কাজ করবে। আবেদনকারীর আইনগত ভিত্তি (ধারা-৯) হচ্ছে তথ্য প্রদানে অনীহা আইনের লঙ্ঘন এবং তথ্য প্রার্থী আইনি প্রতিকার নিতে পারে। এই বক্তব্য তুলে ধরে যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। জনগণের রায়ে সরকার নির্বাচিত হয় এবং জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় সরকার চলে। তাই জনগণের চাহিদাকৃত তথ্য দিতে সরকার বাধ্য।

এ ছাড়া গবেষণায় পরিলক্ষিত, তথ্যের অবাধ সরবরাহের সঙ্গে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দুর্নীতির ধারণা সূচকের ভিত্তিতে দেখা যায়, যেসব দেশ (বিশেষ করে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ গুলোর মধ্যে ফিনল্যান্ড) তথ্য অধিকার আইন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে, তারাই সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। যদিও সিঙ্গাপুর এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তথ্য অধিকার আইন ছাড়াই কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে, যা দুর্নীতির ধারণাসূচক এবং তথ্য অধিকারের মধ্যকার চুড়ান্ত সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে। বস্তুত দুর্নীতি এবং তথ্য অধিকারকে সুনির্দিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত করা যায় না, কারণ তা অন্যান্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সর্বময় রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে বর্তমানে বেশ কিছু বেসরকারি সংগঠন কাজ করছে। পাশাপাশি তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়েছে। তথ্য কমিশন সীমিত জনবল নিয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কিত সচেতনতায় বিভিন্ন ফোরামে ডায়ালগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ডেটাবেইস তৈরি, ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত প্রকাশনাসংক্রান্ত কাজ করছে। এ ব্যতীত তথ্য কমিশন প্রাপ্ত অভিযোগপত্রগুলো গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৩ টি জেলায় তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন জনঅবহিতকরণ করেছে।

তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্র সুসংহত করার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তথ্য অধিকার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য কমিশনের তথ্য বাতায়ন উদ্বোধনকালে বলেন, তথ্য অধিকার দরিদ্র, প্রান্তিক এবং সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। তিনি বিশেষ করে এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আইনটি সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ' এখন সবকিছুই তথ্যপ্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে, সুতরাং আমাদের প্রথমেই তথ্য অধিকার কী এবং কিভাবে তথ্য অধিকার জনগণের উপকারে আসবে তা তাদের জানাতে হবে। উলেখ্য, বাংলাদেশে ৭০-৮০ শতাংশ লোক তাদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তার নিঃসঙ্গ। সমাজের সর্বস্তরে তথ্য অধিকার এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা অবশ্যই পৌছাতে হবে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ যেমন বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় অধিকাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কিভাবে তাদের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়া যায়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে, বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের ইন্টারনেটে প্রবেশগম্যতা নেই। বাংলাদেশে আনুমানিক ৪ শতাংশ লোকের ইন্টারনেট সুবিধা আছে যেখানে ভারতে ১০ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৭ শতাংশ। এই বাস্তবতা এবং দক্ষিন এশিয়ার সাক্ষরতার কথা বিবেচনায় তথ্য কমিশনকে বিভিন্ন মাধ্যম যেমন- রেডিও টিভি, সংবাদপত্র প্রকাশনা, নাগরিক সনদ, বিলবোর্ড, জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে আরো বৃহৎ পরিসরে সচেতনতামূলক ভূমিকা নিতে হবে। সম্প্রতি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

রবি মোবাইল নেটওয়ার্কের সঙ্গে তথ্য কমিশনের সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে রবি তাদের গ্রাহকদের বিনা মূল্যে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের বার্তা পৌছে দিচ্ছে। কয়েকটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলও স্ক্রলের

মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবহিত করছে। ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে জনগণ তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারে আগ্রহী হবে।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে গণমাধ্যম এখন পযর্ন্ত আশানুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। জনসাধারণ বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষের জন্য বিদ্যমান তথ্য তৈরিতে এবং এ আইনের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টিতে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, কিন্তু সেটাও সীমিত আকারে। সরকারের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে জনগণকে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত করা।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ডিজিটাল ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আর্থিক এবং মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে এ দুটি আইন মূল অনুঘটক।। আঞ্চলিক ই- উন্নয়নের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্সের কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুটি আইনের সমন্বয় সাধন জরুরি। সম্প্রতি সরকার ৪৫০১ টি ইউনিয়নে ই- গভর্ন্যান্স চালু করেছে। এই ই- গর্ভন্যান্সের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের উপযোগিতাসংক্রান্ত তথ্য সম্পৃক্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য অধিকারের অনুশীলন এবং ব্যবহারসহ এ অঞ্চলের ই- গর্ভন্যান্স রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী ভিত্তি দান করতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন
নাগরিকের ক্ষমতায়নের সঙ্গে
জড়িত এবং নাগরিকের প্রতি
রাষ্ট্র ও এর অঙ্গসংগঠন,
রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব,
প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের
দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করে

তথ্য অধিকারকে একটি কৌশলগত এবং নির্দিষ্ট সময় ছকে বেধেঁ দেওয়া দরকার। জনগণের ওপর তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন এবং প্রভাব নিয়ে গবেষনা অতীব প্রয়োজনীয়। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। সরকার এবং বেসরকারি সংগঠনগুলোকে ভেতর ও বাইরে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন অন্যতম ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে কিছু ক্ষেত্রে সব নাগরিক সমাজ ও সংগঠন তাদের নিজেদের মধ্যকার অশোভনীয় প্রতিযোগিতা ও অনৈক্যের কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে। তথ্য অধিকার আইনের উন্মুক্ততার কারণে সরকারি এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন খাতে তথ্য অধিকারকে দমিয়ে রাখার ঝুকিঁ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতার অযাচিত ব্যবহারের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

তাই তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিজস্ব নির্বাচনী এলাকায় আইনের ব্যবহারকে কার্যকর করতে হবে। চূড়ান্তভাবে আমরা বাংলাদেশে তথ্য কমিশনকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী এবং স্বাধীন তথ্য কমিশন হিসেবে দেখতে চাই, যা সর্বাত্মক সমর্থন নিয়ে জনগণের তথ্যের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। (সংক্ষেপিত)

লেখক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক (বর্তমানে প্রেষণে তথ্য কমিশনার, তথ্য কমিশন)

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করছে

ড. সাদেকা হালিম

সারা বিশ্বে তথ্য জানার বিষয়টি এখন মৌলিক অধিকার হিসবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পৃথিবীর উদার গণতন্ত্রকামী বিভিন্ন দেশে মুক্ত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়ক উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অবাধ তথ্য প্রবাহ কবা তথ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হয়েছে, গঠিত হয়েছে তথ্য কমিশন।মূলত তথ্য কমিশন হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের তদারকি সংস্থা। সত্যিকার অর্থে তথ্য অধিকার আইন কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছে বা জনগণ এই আইনের সুফল কতটা ভোগ করতে পারছে সেই বিষয়টিকেই স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন তথ্য কমিশনার ***ড. সাদেকা হালিম****। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন-****মাসুম বিল্লাহ ও তুহিনা সুলতানা।***

প্রশ্ন ঃ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের তথ্য কমিশন কতটুকু স্বাধীন? সরকারের পক্ষ থেকে কোন ধরনের চাপ আছে কি?

ড. সাদেকা হালিম ঃ ২৯ মার্চ ২০০৯ এ তথ্য অধিকার আইনটি জাতীয় সংসদে পাশ হয়ার পর থেকেই আইন মোতাবেক আমাদের কমিশন স্বাধীন। আইনের ১১(২) ধারায় উলেখ আছে যে, এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সে অনুযায়ী ২০০৯ এর জুলাই থেকে আমারা কাজ শুরু করেছি এবং এখন ২০১১ এর সেপ্টেম্বর, পর্যন্ত আমরা স্বাধীনভাবে কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের উপর সরকারের কোন পক্ষ থেকেই কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করা হয়নি বা কোনভাবে প্রভাবিত করা হয়নি আমরা খুব সুষ্ঠুভাবে আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। এ যাবৎ আমাদের কমিশনে ৬৬টি অভিযোগ এসেছে তার মধ্যে ৩৪টি অভিযোগ নিস্পন্ন করা হয়েছে, ২২টি ত্রুটিপূর্ণ এবং ৯টি অভিযোগ অনিস্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে দেখে গেছে যে, হয়ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তথ্য দিতে দেরি করেছেন, অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাই নেই এবং বেশিরভাগ অভিযোগই করা হয়েছে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের সমন করার অধিকার আছে সেই মোতাবেক আমরা বাদি এবং অভিযোগকারী উভয় পক্ষকে হাজির করেছি। কিন্তু এই জাতীয় কার্যসমূহে আমরা কোন প্রকার চাপের সম্মুখীন হচ্ছি না।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে বললেন, সংশিষ্ট ক্ষেত্রে কিছু কিছু অফিস এখনও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করেনি-এ ব্যাপারে আপনারা কোন পদক্ষপ নিয়েছেন?

ড. সাদেকা হালিম ঃ সেপ্টেম্বর ৪, ২০১১ পর্যন্ত আমাদের সর্বমোট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হচ্ছে, ৯৩২৭ জন। আর তার মধ্যে ২২৩৪ জন এসেছে বেসরকারি সংস্থা থেকে। এছাড়া বাংলাদেশে যে কয়টি মন্ত্রণালয় আছে তার প্রত্যেকটিরই পরিদপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগ আছে। আবার বেসরকারি ক্ষেত্রে দেখা যায, যেসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি সাহায্যে অর্থপুষ্ট, সেগুলো অবশ্যই তথ্য অধিকার আইনের আওতাভূক্ত। সুতরাং তাদের সকলকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমদিকে আমরা সেভাবে সাড়া পাইনি। কারণ আইনটি কার্যকর হওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়ার কথা ছিল। প্রজ্ঞাপনটা জারি হওয়ার পর সরকরের পক্ষ থেকেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিষয়ে সব অফিসে চিঠি যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা যায়নি। ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যে নিয়োগ দিতে হবে এটা এখনও অনেক সরকারি অফিসই জানে না। এক্ষেত্রে আমরা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অনেক লিড-মিনিস্ট্রিকে চিঠি দিয়েছি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়েছি, এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সেগুলো সিসি করে দিয়েছি। যেমন বেলা যখন অভিযোগ করল বিজিএমইএ ভবন কেন হয়েছে, তখন আমরা রাজউকে ফোন করে দেখলাম তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই এবং তারা নিয়োগও দিচ্ছে না। তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে বারবার ফোনকল ও চিঠি দেয়ার পরও সাড়া না পেয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে রাজউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয় হয়। আবার বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা না থাকায় তাদের একটি অভিযোগ স্থগিত হয়ে রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে যখন অভিযোগটা এসে যাচ্ছে তখন, সংশিষ্ট অফিসগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতা নিয়োগ দিচ্ছে। আমি মনে করি এ বিষয়ে আমাদের কমিশন অনিক বেশি সচেষ্ট। তাছাড়া মিডিয়াতেও আমরা এ বিষয়ে কথা বলেছি। তবে তথ্য কমিশন তো বাংলাদেশে একটি, অথচ মন্ত্রণালয় আছে ৪১টি। ফলে আমাদের পক্ষে তো দ্বারে দ্বারে ঘুরে তথ্য প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমাদের জনবলও সীমিত। তাই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের দায়িত্ব শুধুমাত্র কমিশনের উপরই বর্তায় না, সরকারের বিভিন্ন এজেন্সির উপরও বর্তায়। কারণ তথ্য অধিকারের বিলটি যখন জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছিল

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তখন নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে হয় এবং এই সংসদ সদস্যদের অনেকেই এখন মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন। মন্ত্রী মহোদয়গণের সম্মতিতেই হয়েছিল। সুতরাং গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার জায়গা থেকে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পরিদপ্তর, অধিদপ্তরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া খুবই জরুরি।

প্রশ্নঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যাপারে চিঠি দেয়ার পর সরকারের পক্ষ থেকে কি ধরনের সাড়া পাচ্ছেন?

ড. *সাদেকা হালিম ঃ* আমরা gradually সাড়া পাচ্ছি। আমরা তাদের সাথে socially ও meet করছি, professionally ও করছি। এক্ষেত্রে বেশ কিছু মন্ত্রণালয় সাড়া দিয়েছে। যেমন কৃষি মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় থেকেও নাম আসতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আমাদের পদক্ষেপ সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি। আবার বেসরকারি সংগঠনগুলো যারা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কাজ করছে, তাদের সাথেও আমরা মতবিনিময় করেছি এবং তারপর থেকে বেসরকারি সংগঠন থেকেও নাম আসতে শুরু করেছে। তবে এক্ষেত্রে কোথায় যেন একটু ভাটা পড়েছে। আর এর কারণ হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আলাদা করে দেখার প্রবণতা। তবে এটা দূর করা প্রয়োজন। কারণ সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন জনগণের ট্যাক্স নিয়ে কাজ করছে, এনজিওগুলো তেমনি বিদেশি অর্থ নিয়ে এসে কাজ করছে। বিদেশি অর্থের সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা সেটা দেখতে হবে। আর এক্ষেত্রে এনজিওগুলোকেও সক্রিয় হতে হবে। কারণ তারা প্রত্যন্ত এলাকায় মানুষকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে।ফলে তাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ কর্পোরেট হাউসগুলো বা বড় বড় প্রাইভেট কোম্পানিগুলো তাদের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে মুখ খুলতে চায়না কিংবা মিডিয়াও তাদের বিষয়ে তেমন কোন তথ্য প্রকাশ করছে না। এক্ষেত্রে তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চয়তা কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

ড. *সাদেকা হালিম ঃ* প্রাইভেট স্টের বা কর্পোরেট হাউসগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের মধ্যে সম্পৃক্ত করা হয়নি। তবে এটা শুধু বাংলাদেশে নয়, উন্নত এবং অনুন্নত বিশ্ব সব জায়গাতেই এটাকে পুরোপুরি বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন জার্মানিতে আমি দেখেছি, সেখানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে তথ্য অধিকার আইনের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। আবার আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের আইনেও এটা নেই। আফ্রিকার দেশগুলো যেমন ঘানা, কঙ্গোতেও প্রাইভেট সেক্টরকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। তবে আমি মনে করি, প্রাইভেট সেক্টরকেও তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন। কারণ তারা আমাদের দেশীয় সম্পদ নিয়ে কাজ করে। সে কারণে তাদের বিষয়ে জনগণের জানা উচিত। তাছাড়া এমনিতেই এসব ক্ষেত্রে অনেক চুক্তি করা হয় জনসাধারণকে না জানিয়ে, চুক্তির আংশিকটা হয়ত প্রকাশ করা হয়। আবার ওয়েবসাইটে যতটুকু তথ্য দেয়া প্রয়োজন ততটুকুই শুধু দেয়া হয়, তার বেশি সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলো দিচ্ছে না। সুতরাং সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যদি আমি ধরে নিই, জনগণই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক, তাহলে অবশ্যই আমাদের Pro-active disclosure যেতে হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের গ্যাস, তেল ইত্যাদি রিসোর্স কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা আমাদের অন্যান্য যে সব রিসোর্স রয়েছে যেমন মিনারেল রিসোর্সেস বা আমাদের যে সব ওষুধ ফ্যাক্টরি ও এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনগুলো আছে সুগুলো কীভাবে বা কোন নীতিমালায় চলছে বা কীভাবে তারা বিনিয়োগ করছে সে বিষয়ে অবশ্যই জানানো উচিত। কেননা এসব ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকরা বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা স্বল্প মূল্যের শ্রম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একইভাবে টেলিকমিউনিকেশন্স এর ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য করা যায়। যেমন বর্তমানে আমরা শুনতে পাচ্ছি যে, 3G আসবে। এই 3G'র ফ্রিকোয়েন্সিটা কত টাকার বিনিময়ে দেয়া হচ্ছে সেটা প্রয়োজন। কারণ প্রতিবেশি দেশ ভারতে সম্প্রতি 3G নিয়ে একটা বিরাট কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। আমরা চাইনা বাংলাদেশ সেই কেলেঙ্কারির মধ্যে পড়ুক। এক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব আমাদেরকে Pro-active disclosure এ যেতে হবে। আমাদের দরপত্র কি হবে, কতটা আমরা প্রকাশ করব, তাও নির্ধারণ করতে হবে। আর এগুলো যদি জনগণের পক্ষে না যায়, তাহলে আমাদের মত দরিদ্র দেশের জনগণ অনেক বেশি বঞ্চিত হবে।

প্রশ্ন ঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন এবং জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে কমিশন কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

ড. *সাদেকা হালিম ঃ* তথ্য অধিকার আইন যথার্থভাবেই বাস্তবায়তি হচ্ছে? যেমন আমি যে এখন সাক্ষাৎকার দিচ্ছি, এটাও তো একটা বাস্তাবয়নের পদক্ষেপ,কারণ এর মাধ্যমেও মানুষকে জানানো হবে। তাছাড়া ইতোমধ্যে আমরা জনঅবহিতকরণ করেছি ৪৯টি জেলায়। জনঅবহিতকরণের জন্য সভাটা করা হয় সাধারণত জেলা প্রশাসকের সহায়তায়। তবে সেখানে পুলিশ, আনসার, সিভিল সোসাইটি, স্কুল কলেজের শিক্ষক, এনজিওকর্মী, মানবাধিকারকর্মীসহ সর্বস্তরের জনগণ উপিস্থত থাকে। এছাড়া আমরা সিলেট, রংপুর এবং ঢাকা ডিভিশনেও আংশিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য কমিশন, Article-19 এর সহযোগিতায় ট্রেনিং দিয়েছি। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও বিভিন্ন টকশো'র মাধ্যমে জানানো হয়েছে। এছাড়া বাকি ১৫টি জেলার বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, জেলাসহ উপজেলাগুলোতেও জনঅবহিতকরণ সভা করা হবে এবং অন্যান্য উপজেলাতেও পর্যায়ক্রমে সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। আমরা রবি এবং গ্রামীণের সাতে এসএমএস

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

টেক্সটিং করেছি। আমাদের ওয়েবসাইট develop করা হয়েছে। তবে তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সুশীল সমাজ বা যেসব এনজিও তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নে কাজ করেছে তাদেরকেও এক্ষেত্রে অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। আর এক্ষেত্রে এসএসসি'র মত সংস্থগুলো এগিয়ে আসলে সেটা কমিশনের কাজে অনেকখানি সহায়ক হবে।

প্রশ্ন ঃ লোকবল নিয়োগ বা কমিশনের প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যাপারে আপনারা কিছুটা সরকারের উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়টিকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

ড. সাদেকা হালিম ঃ সেই অর্থে আমরা নির্ভরশীল না। আমাদের আইনে আছে (ধারা ২০ এ বলা আছে), "নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী বছরের বার্ষিক বাজেট অনুমোদনের জন্য নির্দিষ্ট ফরমে সরকারের নিকট পেশ করবে এবং ফরমে উক্ত অর্থবছরে কমিশন সরকারের নিকট থেকে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তার উলেখ থাকবে" এবং সেটা আমরা করি। ফলে বাজেট নিয়ে আমাদের কোন সমস্যা বা জটিলতা নেই। কারণ আমরা যে বাজেট চাচ্ছি সেটাই অনুমোদিত হচ্ছে। কিন্তু বাজেটের ব্যয় নিয়ে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। কারণ বাজেট সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করার জন্য যে পরিমাণ জনবল প্রয়োজন (৭৬ জন) সেটা আমরা পূরণ করতে পারিনি। সরকারি পর্যায়ের প্রেষণায় যারা যারা এসছে, তাদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় লেগে যাচ্ছে। কারণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে তারপর তারা আসছে। আবার অনেকে কমিশনে কাজ করতেও ততটা আগ্রহী নয়। তারা মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে বেশি আগ্রহী। এটাও কিন্তু একটি বিবেচনার বিষয়। অবশ্য আমরা সরাসরি নিয়োগের চিন্তাভাবনা করেছি। যেমন গবেষণা কর্মকর্তা, প্রধান সহকারী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের একটা স্বাধীনতা আছে। এক্ষেত্রে প্রথমে আমাদের বলা হয়েছিল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আনতে হবে। তখন আমরা প্রধান কমিশনার সহ সকলে মিলে উদ্যেগ নিয়ে আইন মন্ত্রণালয় ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছি এবং তারা জনিয়েছেন যে, এখন আমরা নিজেরাই সরাসরি এসকল পদে নিয়োগ দিতে পারব এবং এই নিয়োগ প্রক্রিয়াটা খুব শিগগিরই শুরু হতে যাচ্ছে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি বলা যায়। তবে আমাদের বিধি বিধান যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে বসে সংশোধন করে নিতে হবে। কিন্তু উন্নত বিশ্বের আইনগুলোতে আছে যে, তথ্য কমিশনের বাজেটটা সরাসরি পার্লামেন্ট থেকে অনুমোদিত হয়ে আসবে। আর এটা যদি আমাদের দেশেও করা হয় তাহলে আমরা অনেক বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব। কারণ এক্ষেত্রে সরাসরি পার্লামেন্টে জবাবদিহিতা করতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তথ্য ও অর্থ মন্ত্রণালয় ঘুরে আসছে, সেকারণে বাজেটে পেতে আমাদের সময় লাগছে বেশি। তবে সময়ের সাথে সাথে এই পরিবর্তনটা আসবে বলে আমি আশা করছি।

প্রশ্ন ঃ তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার কি ভূমিকা রাখতে পারে?

ড. সাদেকা হালিম ঃ স্থানীয় সরকার এক্ষেত্রে অনেক বেশি ভূমিকা রাখতে পারে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেও এ ব্যাপারটিতে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ইউনিয়ন পরিষদকে ডিজিটাল করার জন্য যে A2I পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেটা তিনি নিজেই দেখেন এবং এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় একটি পদক্ষেপ। অবশ্য এখানে অনেক সীমাবদ্ধতাও আছে। তবে একটি প্রক্রিয়াতো শুরু হয়েছে। শুরু হওয়াটা জরুরি ছিল। এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে, ইউনিয়ন পরিষদ সরাসরি আমাদের আইনে না থাকলেও সংবিধানের ধারা ২ এর ৫৫/৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ এই আইনের আওতায় রয়েছে এবং আমাদের অভিযোগগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি অভিযোগ আসছে উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায় থেকে। আর এক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠন যেমন: রিইব, নাগরিক উদ্যোগ, মানুষের জন্য, এমআরডিআই এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা Article-19 এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তথ্য কমিশন যেখানে সক্রিয় আছে সেসব এলাকা থেকেই বেশি অভিযোগ কমিশনে আসছে।

প্রশ্ন ঃ স্থানীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে আপিল কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত তথ্য না পেলে অভিযোগকারীকে সরাসরি ঢাকায় আসেতে হয় এবং এটি অনেক ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ বিষয়ে কমিশনের ভাবনাটা কি?

ড. সাদেকা হালিম ঃ তথ্য কমিশন বিষয়টি নিয়ে চিন্তভাবনা করছে। আমরা দেখছি যে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বেদে কমিউনিটির মানুষও এখানে আসছে এবং তাদেরকে অভিযোগ নিস্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সাধারণত দুই তিনবার আসতে হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা যারা আসছেন তারা একটা সরকারি ভাতা পাচ্ছেন বা তাদের জন্য হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অথবা তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় থাকছেন। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ট্রাস্ট করার ব্যাপারে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা আছে, অথবা ট্রাস্ট করার ক্ষেত্রে কেউ যদি সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ট্রাস্টের মাধ্যমে হয়ত আমরা হতদরিদ্র মানুষের বাস ভাড়া বা দুই বেলা খাবার খরচটা দিতে পারি। আর এতে করে মানুষের আগ্রহটা হয়তা আরো বাড়বে এবং এ বিষয়টা বিবেচনা করা প্রয়োজন। আবার মিডিয়াগুলো বিশেষ করে প্রাইভেট চ্যানেলগুলো এত বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা বলে অথচ তারা কোন তথ্য অধিকার বিষয়ক

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অনুষ্ঠান বিনা পয়সায় প্রচার করে না। কিন্তু আমি মনে করি, তথ্য অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় প্রাইভেট চ্যানেলগুলো আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ তথ্য কমিশনের যে ঢাকাকেন্দ্রিক প্রবণতা এটার বাইরে আপনাদের কোন চিন্তা আছে কি?

ড. সাদেকা হালিম ঃ আইনে আছে যে, রিজিওনাল অফিস করা যাবে, যেমন দুদকের ২২টি রিজিওনাল অফিস আছে। আশা করি, তথ্য কমিশনের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে এটা করা হবে।

প্রশ্ন ঃ দুদকের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন কি কোন ভূমিকা পালন করছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. সাদেকা হালিম ঃ হ্যাঁ, আমাদের এখানে অনেক অভিযোগ আছে যেগুলো একেবারে সরাসরি দুর্নীতির সাথে সম্পর্কিত যেমন সমবায়ের টাকা পয়সা, জমিজমা এসব তথ্যগুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এই তথ্যের প্রেক্ষিতে কি করছে সেটা আমরা জানি না। এটার একটা মনিটরিং বা Follow up research এর ব্যবস্থা করা যায়। আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি-নির্দিষ্ট তথ্যটি আপনি কেন জানতে চেয়েছেন? আর এই উত্তরটা জানা বা এর একটা ধারণা পেলে সেটা খুব ভাল একটা পদক্ষেপ হতে পারে। দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত যে অভিযোগগুলো আসছে, সেটা দুদকের অনেক কাজও কমিয়ে দিচ্ছে। এখানে আমি মনে করি দুদকের আইনের সাথে আমাদের অনেক মিলও আছে। ওরা Investigate করে, পরিদর্শন করে এবং Criminal procedure এর অধীনে নিষ্পত্তি করে। আমরা Civil procedure এর অধীনে কাজ করি।

সুতরাং এই দুটি আইনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান এবং আমি মনে করি দুটো আইন যদি সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করে, সমন্বয় করে তাহলে দুর্নীতি রোধ অনেকটা সহজ হবে।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের কমিশনের সুনির্দিষ্ট করে বিশেষ অর্জনগুলো কি কি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. সাদেকা হালিম ঃ অর্জনের দিকটা জনগণ বিচার করবে, গণমাধ্যম বিচার করবে। তবে আমি বলব যে, অবশ্যই আমাদের অর্জন হয়েছে। আমরা যখন শুরু করি, তখন আমাদের কমিশনের সুনির্দিষ্ট কোন স্থান ছিল না। দীর্ঘ সাত মাস পর আমাদের নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে। তবে আমরা অবশ্যই অবকাঠামোর বাইরে আমাদের নিজস্ব কার্যালয় হয়েছে। তবে আমরা অবশ্যই অবকাঠামোর বাইরে গিয়ে কমিশনের সাফল্য দেখতে চাই। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক মানসকাঠামো কমিশনের কার্যক্রমকে অনেকক্ষেত্রে প্রভাবিত করছে। কারণ এই সময়টাতো আমরা আর ফিরে পাচ্ছি না। একই সাথে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য Desk work এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে মাঠপর্যায়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে কমিশনের বিশেষ অর্জনটা হচ্ছে আমরা যে অভিযোগগুলো দুই বছরের মাথায় পেয়েছি নেপালের তথ্য কমিশনে দেখা গেছে তিন বছরে সেই পরিমাণ অভিযোগ এসেছে। অথচ আমাদের জেলা ৬৪টি আর ওদের হচ্ছে ৭৫টি। অনেকে অবশ্য বলতে পারে আমরা জরিমানা বেশি করিনি। তবে জরিমানাটাই যে অর্জন তা নয়। আমরা দেখেছি যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে পড়াশোনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। একইভাবে আপিল কর্মকর্তা অনেকসময় তথ্য দিতে Nervous feel করে। কারণ কর্তৃপক্ষ বা Official permission ছাড়া সে তথ্য দিতে পারে না। এই যে Bureaucratic মানসিকতা এবং Official Secrecy Act 1923 বিশেষ ধারাসমূহ যেগুলো তথ্য অইনের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলো যদি আমরা repeal করতে না পারি, তাহলে যদিও আমরা বলছি যে, ধারা অনুযায়ী আমাদের আইনটা প্রাধান্য পাবে, কিন্তু এই জায়গাটাতে মানসকাঠামো সেই আগের মতই থেকে যাচ্ছে। ফলে অর্জনটা সেখানেই যখন আমরা দেখছি যে, এই বাধা বিপত্তি পেরিয়েও মানুষ তথ্য জানতে চাচ্ছে আবেদন করছে, সামনে আসছে এবং অভিযোগ করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আইনটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যাটা হচ্ছে প্রক্রিয়া। অর্থাৎ প্রশাসনিক জটিলতা ও আমলাতিন্ত্রক জটিলতার পাশাপাশি কিছু আইন রয়েছে যেমন: Business rules, Official Secrecy Act এগুলোর repeal করতে হবে। ভারতে কিন্তু এই আইনগুলো repeal হয়ে গেছে। আর এটা করবে জনগনের ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা, তাদেরকেই এই প্রয়োজনীয়তাটা অনুভব করতে হবে। তাহলে হয়ত তথ্য কমশিন অনেক বেশি অগ্রসর হতে পারবে।

প্রশ্ন ঃ গত ৮ তারিখে তথ্য কমিশন যে রায় দিয়েছে সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন:

ড. সাদেকা হালিম ঃ এই রায়টা আসলে খুব চাঞ্চল্যকর একটি রায় হয়েছে বলে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিলক্ষিত। শেখ আলী আহমেদ নামে এক ব্যক্তি এই অভিযোগটা করেন। তার ভাই নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হয় এবং যিনি হত্যাকান্ড ঘটিয়েছেন বলে তারা থানায় দাবি করেছেন এবং পরবর্তীতে চার্জশিটও দিয়েছেন, সেই ব্যক্তিকে দেখানো হয়েছে যে, গত ৭ তারিখ-১১ তারিখ পর্যন্ত আড়াই হাজার উপজেলায় ছিল, কিন্তু যখন বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে বলা হয় ৭ তারিখে তার কোন নাম নেই, তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আমরা সমস্ত রেজিস্ট্রার নিয়ে এসে চেক করেছি।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

অনেকে বলেছে এত কম টাকা জরিমানা করা হল কেন? কিন্তু টাকাটা আসলে মূল বিষয় নয়, আসল কথা হচ্ছে এই বিষয়টি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গেছে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছি, আর সেখানেই আমাদের সফলতা। আমরা স্বাস্থ্য পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কাছে চিঠি দিয়েছি, যাতে তারা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে অবগতই ছিল না কিংবা দায়িত্ব গাফিলতি করে ডিজিকে চিঠি দিয়েছেন, তাকেও আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। আইনে আছে আপিল কর্তৃপক্ষকে জরিমানা করা যাবে না। কিন্তু দেখেছি যে, আপিল কর্তৃপক্ষের জন্যই অনেক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জরিমানার শিকার হতে পারেন। সে কারণে আপিল কর্তৃপক্ষকে খুবই সচেতন হতে হবে আইনটা সম্পর্কে। এজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ উভয়কেই আমরা ট্রেনিং এর আওতায় আনতে চাচ্ছি।

প্রশ্ন ঃ আইনের সীমাবদ্ধতা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?

ড. *সাদেকা হালিম ঃ* আমি মনে করি আইনটা সবার জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বাংলাদেশে ইন্দ্রিয় প্রতিবন্ধী ছাড়াও আরও ছয় ধরনের প্রতিবন্ধী রয়েছে। তাদের জন্যও আইনটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং আমার মতে, ব্রেইল পদ্ধতিতে আইনটা প্রকাশ করা হোক এবং কোন সংগঠন যদি এক্ষেত্রে এগিয়ে আসে তাহলে আমরা তাদেরকে Welcome করব। এছাড়া বাংলাদেশে সমগ্র জনসংখ্যার ৫০% নারী। তাদের তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে আদিবাসীরাও যেন আইনটি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন ঃ আইনটা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে ছাড়া আর কোন বাঁধা আছে কি?

ড. *সাদেকা হালিম ঃ* না, সেভাবে কোন বাঁধা নেই।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

OP-ED

Right to information: Making state work for the poor

The Daily Star

(Monday, June 13, 2011)

Irene Khan

Two years after Bangladesh adopted the Right to Information (RTI) Act it is time to ask whether and how well the law is working.

Described as "the sunshine law" -- because it throws light on how the state governs -- the right to information is recognised both as an international human right and as an essential ingredient of democracy and good governance. Today, some 90 countries/territories have RTI laws, among them India, Nepal and Bangladesh.

Information empowers people to claim their rights and better represent their interests; popular demand makes democratic government more responsive and effective. The argument for RTI is persuasive; the practice is more challenging as the case of Bangladesh demonstrates.

The RTI Act of Bangladesh, adopted in April 2009, requires public bodies and non-governmental organisations that receive or use public/foreign funding to disclose to citizens information about what they do and how they work. The Act has set up an Information Commission to ensure compliance with the law. Despite some weaknesses (such as too many exemptions from disclosure) the statute is a significant achievement in a country where administration is steeped in secrecy.

The Information Commission believes good progress is being made with thousands of requests for information having been processed, officials designated to handle these requests at the local level, a website and a mobile phone campaign to sensitise citizens on the law.

Civil society groups claim little has changed in the official culture where citizens are treated as subjects and demands for disclosure as impertinent. Most people -- including some designated officials -- are not aware of the law and therefore do not use it. There is considerable confusion between request for information that is publicly available and RTI disclosure. Poor government records are a major obstacle even where officials want to respond positively.

RTI is about holding the government to account, and so its successful implementation depends on people actually using the law. Neither citizens at large nor NGOs nor the media have engaged much with the law. Why such lukewarm reception to a law that could potentially transform governance and democracy?

Unlike India, where the RTI law was the outcome of a mass movement demanding open government, in Bangladesh it was the result of pressure from a select group of civil society organisations and leaders. In that sense the RTI law is an elitist product -- and elites do not need the Act; they use their networks.

It is the poor and the disempowered that could benefit the most from RTI. But most poor people in Bangladesh do not know about the law, and if they did, would be sceptical about it. The state has constantly failed the poor -- so why should they believe that if they demand information they will get it? Or that they will not face reprisals if they dare ask a question? And even if they receive the information, the path from information to action to outcome is so arduous that even the wealthy sometimes fail -- so what chance do poor people have of achieving change?

More engagement by NGOs could help to overcome the ignorance, fear and cynicism of poor people. But RTI is a double-edged sword for most NGOs who are not only its clients but also its subjects. Some NGOs fear that if they press the government, it will retaliate by using the law to expose their own weaknesses. So they keep a distance from RTI.

Besides, most NGOs in Bangladesh are service oriented. They do not understand rights and even less how RTI can be used to empower people and improve governance and democracy.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

The media are ambivalent about RTI. The process is cumbersome and many journalists can get better and faster information through their own informal channels. Indeed, some journalists pride themselves on their secret, exclusive sources. So they too have kept away from RTI.

It is against this background that the work of Research Initiatives Bangladesh (RIB) provides some interesting insights. In a year-long initiative RIB trained animators selected from marginalised communities on the RTI law. These animators then worked with their communities to create awareness and instil confidence in the people that they could use the law with results and without fear of reprisals.

These efforts generated some 230 RTI requests for information on safety net programmes, health services, land distribution, scholarships and other government services. Of these queries, 65 led to appeals at the higher level and 15 complaints ended up with the Information Commission. In total, 45 applications succeeded in the first instance and 6 on appeal. A success rate of around 22% may not seem impressive at first sight -- but for those whom the state has never acknowledged before, it has been riveting.

Furthermore, in a number of cases, when people demanded disclosure, they didn't get an answer but they got the benefit, the denial of which had motivated their query. Officials, fearful that RTI would expose their corrupt practices, pre-empted the process by conceding the benefits. Arishi community got an arsenic-free tube well; several elderly robidas, bedes and Munda persons were given old age pensions; others were enlisted for the government's homestead programme for the poor, and so on.

So, what can we learn from this exercise? The poor can ask questions -- not just any question but those that are uncomfortable and expose vested interests, and the state is compelled to respond when challenged by empowered, persistent citizens. Demand (for information) creates supply (for responsive government), and so the strategy to make RTI work has to be to generate more demand.

What organisations like RIB, Nijera Kori and some others are doing is only scratching the surface of what can potentially happen. RTI is about much more than resolving individual grievances. It is about making government open and accountable, shifting power from the ruler to the ruled and transforming the relationship between citizen and state.

In the words of Aruna Roy, a leading Indian activist, "...the right to information lets the cat amongst the pigeons, upsets comfortable but unholy alliances and opens the doors for democratic debate." In Rajasthan, where Roy worked, a demand for information about public works instigated a mass public campaign and social audits that not only challenged corruption and the arbitrary exercise of power but also created a new model of participatory democracy and political accountability of the powerful to the poor.

In Bangladesh, the first two years of RTI has demonstrated -- if only in a very limited way -- that individual citizens can force the state to improve its delivery. But in the next phase, if those efforts are to lead to systemic change, there needs to be a scaling up of individual requests into collective demands and mass campaigns. Just as public interest litigation has changed judicial decision-making, public interest information campaigns can energise grassroots participatory democracy and change the face of development in this country.

That will require leadership from civil society and the media. The Information Commission too will have to become more mass-oriented. Media and NGOs often criticise the democratic deficit in Bangladesh. The means for changing it is staring them in the face -- will they have the courage to take it and shape it to transform democracy and development?

The writer is Consulting Editor of the Daily Star.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Editorial
RTI under the microscope
Tangible progress yet to be seen

The Daily Star

(Friday, September 30, 2011)

The round table organized by the Right to Information Forum on Wednesday threw up some glaring facts about the RTI one cannot be comfortable with; and that despite the information minister's claim that the government will establish a digital Bangladesh through implementing the RTI by the year 2021. The truth is that since the RTI came into effect, not much of the tangible about its implementation or workability has been observed. What has happened has only been in fits and starts, which is again natural given that there are hardly any institutional arrangements in place for people to derive benefits from the RTI. Of course, one welcome factor here is the setting up of an Information Commission. Too much emphasis on its own housekeeping and too little service to the people have characterised its work so far. However, it is beginning to provide, somewhat, the services it is meant to.

In other words, much deliberation and little practical implementation have gone into ensuring that the information promised by the RTI is actually made available to citizens. The irony is that while government departments are expected to keep such information ready for people as and when they ask for it, these departments themselves are in most instances unaware of the provisions of the RTI act and therefore are at sea when it comes to making information available to citizens. Such a trivialization of such a significant law is inexcusable and only reflects a laid-back attitude of the bureaucracy towards it. When demands for information thus remain unsatisfied, a whole plethora of questions comes up about the seriousness being attached to the RTI.

The kind of public awareness that should have been promoted about the RTI has been sadly missing. The motivation thus needed for people to ask for and get information has been conspicuous by its absence. That public servants and departments need to internalize the RTI act, that citizens must be made cognizant of the rights they are entitled to are a prerequisite for a substantive infusion of energy into governance. But such a process can only get underway if bodies like educational institutions, local government bodies, NGOs and rights defending organizations are engaged in a dissemination of information about the RTI to citizens on a systematic basis throughout the country.

Plainly, the RTI must be taken seriously at every level of government and, by extension, society. A cavalier attitude will undermine the enterprise.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

OP-ED

RTI: What have we achieved?

The Daily Star

(Thursday, November 17, 2011)

Md. Raisul Islam

Right to information along with access to information is one of the most fundamental rights enjoyed by a citizenry. The Right to Information (RTI) Act came into effect in 2008, when the RTI Ordinance was drafted and subsequently passed into law by Sheikh Hasina's government.

Disturbingly, but not surprisingly, certain elements in the political establishment now want to minimise the scope of the act. This has its roots in the fact that this is the only law which is solely enacted for citizens to protect their rights.

Although we have an ocean of laws, only the RTI Act creates an opportunity for average citizens to investigate day-to-day functions/policies of public organs.

This legislation is believed to have increased transparency and accountability and importantly, reduced corruption. At present, more than 90 countries have RTI laws, among them Nepal and India.

The press began to demand passage of a law that would protect their rights as early as 1983. After the late 1990s, NGOs began to demand access to information, which the RTI Act eventually afforded. As a result, a commission proposed a draft law in 2002.

Subsequently, the army-backed caretaker government created a presidential ordinance called "Right to Information Ordinance, 2008." The newly elected parliament legitimised this ordinance on March 29, 2009 at its opening session. Finally, the RTI Act became law on April 5 of that year.

Right to information is guaranteed as a fundamental human right under Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Correspondingly, the Constitution of the People's Republic of Bangladesh also recognises rights under Articles 7, 11 and 39.

A number of existing laws -- the Official Secrets Act, 1923, the Special Powers Act, 1974, Rules of Business, 1996 -- have a provision regarding non-disclosure of information.

However, Section 3 of the said Act provides that the present law will prevail over all existing laws. But the law itself contains a list over 20 public bodies from which people cannot claim information as of right (S.7 & 32).

The list is extensive and the term "national security" is very vague and not defined in the law. The justification for claming this immunity is also not specified. Experience has shown that governments typically hide information behind these vague terms.

However, national defense forces, law enforcement, security and spy agencies are not bound to supply information unless it relates to corruption or human rights violations. Subsequently, they are obligated to provide essential information within 24 hours by Section 9(4) of the RTI Act.

Another matter of regret under the RTI Act: corporate houses, multinational and pharmaceutical companies, foreign brands and the private sector are beyond the authority of this law. Are these places free from corruption?

Executive bodies periodically furnish agreements with foreign companies concerning natural resources and other public interest related matters. In most of the preceding cases, these foreign companies did gross harm to the natural or physical environment. Nevertheless, we can never know about the contents of the agreements. This is the inherent nature of executive organs.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Journalists often require information for everyday reporting. However, the RTI Act requires twenty days to deliver information after receiving an application. The mandated delay in delivering data makes this law worthless for the media.

However, exceptions can sometimes be made for certain correspondents. Media outlets can ask for this privilege if it is deemed to be in the public interest.

The criterion for selecting Chief Information Commissioner is unclear because, as per S.15, they will be "persons with 'broad knowledge' and 'experience' in law, justice, journalism, education, science, technology, information, social service, management, or public administration."

The term "broad knowledge and experience" does not provide any specification about the qualification of the persons, and this vagueness creates scope for the ruling party to appoint the people of its own choosing.

Additionally, the RTI Act is not especially friendly for the disabled or indigenous persons, and potentially holds wide-ranging ramifications that have yet to be addressed by the government.

According to the Information Commission, after the first year of enactment of the RTI Act, almost half of Bangladeshis are in the dark about the Act. It is the responsibility of the concerned public and private authorities to build awareness about the RTI Act.

Furthermore, the allocated budget for addressing awareness about the RTI Act is inadequate. The procedures to apply for information under the RTI Act are also unduly complicated. It requires written application in a prescribed form, which an educated person may not have a problem doing but a person who cannot read or write is at a severe disadvantage.

Finally, from an optimistic point of view, it can be said that the Right to Information Act could be a crucial weapon to wage a war against every sort of secrecy. Recognition of citizens' right to information can ensure that democracy is for the masses and not just the few who are able to manipulate the system.

The writer is an International Student of Law at University of London, a Rights Activist and Legal Researcher.

E-mail: sourav.mollick@gmail.com

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Expand services for people's welfare
President urges info commission

The Daily Star

(Tuesday, May 10, 2011)

Chief Information Commissioner Mohammad Zamir presents the annual report of the Information Commission to President Zillur Rahman at Bangabhaban in the city yesterday. Information Commissioners M Abu Taher, right, and Prof Dr Sadeka Halim, left, were present on the occasion. Photo: PIDUnb, Dhaka

President Zillur Rahman yesterday urged the Information Commission to gradually expand its services for the welfare of the people.

"You've to remain alert that the people get information without facing any problem," he said when Chief Information Commissioner (CIC) Mohammad Zamir presented the annual report of the commission to him at Bangabhaban.

Information Commissioners M Abu Taher and Prof Dr Sadeka Halim accompanied Zamir.

Zillur urged the commissioners to extend their activities for the welfare of the countrymen.

The commissioners sought his cooperation for incorporating an article on Right to Information Act (RTI) in textbooks under the secondary education curricula with a view to building a conscious generation.

Zamir told the president that some 45 countries around the world are observing the activities of the commission and Bhutan has already expressed its intention to replicate the Information Commission of Bangladesh.

He also informed that a South Asian Information Commission could be formed and by sharing of information Bangladesh Information Commission could work with it in the counter-terrorism activities in this region.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Right to Information Act
Effective implementation a must for democracy
Speakers tell workshop

The Daily Star

(Sunday, November 20, 2011)

Shaheen Anam, third from left, executive director of Manusher Jonno Foundation, speaks at a workshop tilted â œImplementation of RTI Act: Role of NGOs and CSOsâ organised by Manusher Jonno Foundation, Transparency International Bangladesh (TIB), RTI Forum and Reality of Aid Asia Pacific at Dhaka University yesterday. On her right are Indian journalist Kuldip Nayar and Information Commissioner Prof Dr Sadeka Halim and on her left are Dr Jagadanada, information commissioner of Orissa, India; TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman and Rezaul K Chowdhury, chief moderator of Equitybd. Photo: CourtesyStaff Correspondent

Effective implementation of the Right to Information (RTI) act can play a vital role in establishing people's government and true democracy in South Asia, said speakers at a workshop yesterday.

The act is an effective way to provide information to the masses, which is essential for strengthening democracy, they said.

The workshop, "Implementation of RTI Act: Role of NGOs and CSOs", was held at Dhaka University.

Manusher Jonno Foundation, Transparency International Bangladesh (TIB), RTI Forum and Reality of Aid Asia Pacific jointly organised the workshop to mark the beginning of South Asia Social Forum 2011.

Addressing the workshop as the chief guest, noted Indian journalist and intellectual Kuldip Nayar described the necessity of formulating a similar act specifically designed to help provide information on countries of the South Asian region.

TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman urged the authorities concerned to take necessary steps for a proper implementation of the RTI act.

Shaheen Anam, executive director of Manusher Jonno Foundation, moderated the workshop, where Dr Jagadanada, information commissioner of Orissa, India, and Information Commissioner Prof Dr Sadeka Halim also spoke.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Metropolitan

RTI in textbooks soon

The Daily Star

(Monday, May 16, 2011)

Says Chief Info Commissioner Zamir

Manusher Jonno Foundation in association with Information Commission holds a view exchange meeting titled "Present state of the implementation of the Right to Information Act 2009 and role of non-government voluntary organisations" at the commission conference room in the city yesterday.Photo: STARStaff Correspondent

The Right to Information Act (RTI) will be included in school textbooks of class eight and above, said Chief Information Commissioner Mohammad Zamir at a view exchange meeting yesterday.

"The education ministry has assured us that the issue would be included in the curriculum soon. And in this way we would have several lakhs of young people to be educated in RTI," said Zamir.

The meeting titled "Present state of the implementation of the Right to Information Act 2009 and role of non-government voluntary organisations" was arranged by Manusher Jonno Foundation (MJF) in association with Information Commission at the conference room of the commission in the morning.

Under the RTI act, it is mandatory for any government and non-government organisations to provide an individual with information once an individual asks for it except for some exceptions.

They said non-government organisations can play most important role in making mass people, specially who live in rural areas, aware about effective use of the law to reduce corruption.

Mentioning that a large number of designated officers is still unaware of RTI act, Information Commissioner Sadeka Halim said the commission should go for penalisation gradually unless the designated officers won't take the matter seriously.

"The government has taken an effective measure to ensure transparency and accountability by formulating the Right to Information Act. We hope the government would ensure use of the law in resolving big issues," said MJF Executive Director Shaheen Anam.

Speakers also pointed out inadequate facilities in offices required to provide people with required information and urged international donors and private organisations to come forward and help in this regard.

Information Commissioner Abu Taher, its secretary Nepal Chandra Sarker, TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman, and former caretaker government adviser Rasheda K Chowdhury also spoke at the event.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

It's not truly independent
TIB says about Information Commission
Unb, Dhaka

The Daily Star

(Sunday, November 20, 2011)

The government must extend its best support to the Information Commission to make it "truly independent", said the Transparency International Bangladesh (TIB).

"The commission is yet to get government fund as per its requisition. It is not fully independent as it has to depend on the government for its manpower recruitment," TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman told UNB on yesterday.

He identified formation of the commission to ensure people's rights to information as a good initiative, "but we need to keep in mind that this is a new field. Our commission is better than those in many other countries".

Dr Iftekharuzzaman, also a member of the Right to Information (RTI) Forum, said the commission is not capable enough to ensure the free flow of information for the lack of technically-skilled manpower and logistic support.

"The commission has to be strengthened both technically and logistically to work effectively."

On the Right to Information Act, 2009, he said the act was passed for the benefit of the common people. "But we couldn't make people aware of the law to gain benefits from it," he observed.

The main objective of the act is to empower citizens by promoting transparency and accountability in the activities of government, autonomous and statutory organisations, and other private organisations.

On enforcement of the law, Dr Iftekharuzzaman said there is a big problem in implementing it. "The information seekers face hindrance in getting information as officials concerned in most cases are unwilling to assist in the name of the Official Secrets Act."

He suggested establishing the 'culture of transparency' in the country, to help implement the act and uproot corruption.

In a recent survey, 66 percent respondents identified the commission as "not a strong organisation" while only 19 percent termed it as an effective one and 14 percent did not make any comment.

The RTI Forum, in collaboration with Manusher Jonno Foundation and the TIB, conducted the survey in Dhaka, Rangpur, Cox's Bazar, Bhola, Khulna and Jossore during May this year.

Among those respondents, who admitted that the Information Commission is not a strong organisation, 35 percent said it is not financially independent, 20 percent replied that the status of the commissioners do not match with that of the other commissions and 30 percent said they have no idea about the punishment for violating the law.

Around 51 percent respondents said they do not know what initiative the commission has so far taken to implement the act and that the government has no strong will to enforce it.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Right to Information Act
Govt officials must give info
HC upholds fine on one for refusal

Staff Correspondent

The Daily Star

(Thursday, February 09, 2011)

The High Court yesterday upheld an Information Commission verdict, fining a government official Tk 1,000 under the Right to Information Act, 2009 for refusing to provide information.

The court made the judgement after rejecting a writ petition filed by Mohammad Golam Mostafa, health and family planning officer in Araihazar upazila of Narayanganj, challenging the commission's decision to fine him.

The HC ruled that any responsible official is bound to furnish information to anybody within 20 days or within 30 days in particular cases after filing of the application as per the RTI act.

The official concerned neither can wait for an approval from the higher authorities nor waste time for any bureaucratic tangle for providing information, the court said.

The HC bench of Justice AHM Shamsuddin Choudhury Manik and Justice Jahangir Hossain Selim observed that the Information Commission is a quasi-judicial body and every public servant is bound to comply with its orders and instructions.

The court also vacated a stay order on the commission's verdict issued by another HC bench on September 29 last year.

According to the counsels, Golam Mostafa has to pay the fine to the state coffers following the HC verdict.

Sheikh Ali Ahammad of Fatullah had enquired Mostafa whether Mamun, a murder case accused, had been undergoing treatment at Araihazar Upazila Health Complex between April 7 and 11, 2009.

Denied the information, Ali Ahammad lodged a complaint with the Information Commission.

The commission on September 8 last year fined Mostafa.

The official on September 29 filed a writ petition with the HC challenging the commission's verdict against him, saying that he was not aware of the RTI act as it was a new law; and he could not provide the information in 30 days as he took time to consult with the higher authorities.

An HC bench of Justice Salma Masud Chowdhury and Justice Nazrul Islam Talukder on the same day stayed the commission's verdict and issued a rule upon the commission and the information ministry to explain why the commission's decision to fine the petitioner should not be declared illegal.

After holding hearing on the rule, the HC yesterday delivered the verdict discharging the rule.

Additional Attorney General Murad Reza and Deputy Attorney General ABM Altaf Hossain defended the state, while lawyers Abdul Baset Majumder and Sayed Ahmed Raza appeared for the petitioner.

As per the RTI act, an official can be fined Tk 50 per day for failing to provide information. The maximum fine amount is Tk 5,000.

Contacted, Information Commission Chairman Muhammad Zamir said the HC verdict is an important milestone in the implementation of RTI act.

The law has been validated in terms of its potential for contribution to good governance, he added.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

Give info or face legal action
Information Commission warns govt officials

Staff Correspondent

The Daily Star

(Wednesday, March 23, 2011)

The Information Commission yesterday warned the government officials of legal action if they neglect providing information to the people under the Right to Information Act 2009.

"You have two options -- provide information or face legal action," Chief Information Commissioner (CIC) Muhammad Zamir told several public officials during hearing of appeals.

The officials were facing appeals for alleged neglect in providing information or fitting out inaccurate data.

According to the act, the commission can fine a designated official an amount between Tk 50 and Tk 5,000 per day or recommend departmental action for not furnishing information.

Held at the commission's office in the capital yesterday, this was the fourth hearing by the body since its inception.

CIC including two of his fellow Information Commissioners MA Taher and Professor Sadeka Halim heard the appeals.

One of the appeals heard was of a Mosharraf Majhi of Banaripara who applied to the Department of Agricultural Extension of Barisal on May 31 last year through the upazila nirbahi officer for information on irrigation pumps, fertilisers and seeds distributed to the farmers and the list of trainees who underwent training during 2001-2010.

Upazila Agriculture Officer Haridash Shikari, however, did not provide any information within the stipulated time of 30 days.

Consequently, Majhi appealed to the commission which summoned the official concerned.

"The information applied for is nothing secret or involves the state's sovereignty. You must provide the information by April 10," the CIC told Shikari, saying they were still showing mercy which would not repeat.

"Don't force us to take legal action," warned Zamir.

Asaduzzaman, project coordinator of Social Activities for Environment (SAFE), in his plea said he sought information from the Department of Labour in Khulna on the number of shrimp processing plants that implemented minimum wage.

The department came up with information saying 39 units implemented it. Of these, one was actually in Chittagong, Asaduzzaman told the commission.

But according to SAFE findings, only 34 factories were in operation while the rest were closed.

Asked about it, the then deputy chief inspector of the labour department, Belayet Hossain said he misspelled the name of a factory.

He also added that he considered drivers and employees of five factories as workers which made him count 39 units.

Muhammad Zamir said employees of a factory are not workers. He ordered Belayet to provide accurate information by Tuesday next week.

Faridul Islam, deputy chief inspector of labour department in Khulna and Aminul Islam, chief inspector of the department, were also present. The commissioners rebuked them.

Until yesterday, the commission disposed of 19 appeals while another 13 are pending with it.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

CIC warns officers of fines if they fail to provide info

The daily Independent

(Wednesday, 10 August 2011)

DHAKA, AUG 9: The chief information commissioner (CIC), Muhammad Zamir, has warned designated officers that they would face fines in case of failure to provide information. He also asked the designated officers to go through the RTI Act, 2009, and follow the rules of business of the designated officers to ensure proactive disclosure of information.

The CIC's warning came after the Information Commission on Tuesday disposed three cases and directed to provide information within seven working days.

The commission concluded hearing on five cases related to the RTI. Of the five cases, two have been deferred till August 18. The two cases have been deferred due to lack of proper document of the respondent and absence of designated officer.

The cases were related to district multipurpose cooperative samity ltd., Kishoreganj, Narayanganj Araihazar Upazila Health Complex, Bangladesh manpower Employment and Training, Kushtia Poursava and Sitakundu sub- registrars office, Chittagong.

The commission has so far concluded a total of 35 cases since it was formed in July, 2009. Muhammad Zamir directed the designated officers to provide the information seekers under RTI Act, 2009, without any hassles.

He also said that there was no requirement to take permission from the higher authority to provide information whenever applicants apply for necessary information as per format of the commission.

The CIC further asked the information seekers to place application as per commission's fixed format to avoid unexpected hassles.

Information Commissioner Mohammad Abu Taher, Prof. Dr Sadeka Halim and commission's secretary Nepal Chandra Sarker were present in the hearing.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ঝ
তথ্য অধিকার বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

তথ্য অধিকার বাস্তবায়নকল্পে ২০১১-১২ অর্থবছরের রোডম্যাপ

ক্রমিক	*কর্মসূচী*	*কর্মপরিকল্পনা*		*মোট*
		জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১	জানুয়ারী-জুন, ২০১২	
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ	২,০০০ জন	১০০০ জন	৩,০০০ জন
২.	জনঅবহিতকরণ সভা	৩০ টি	৩০ টি	৬০ টি
৩.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	২,০০০ জন	২,০০০ জন	৪,০০০ জন
৪.	অভিযোগ নিষ্পত্তি	৫০ টি	৭৫ টি	১২৫ টি
৫.	জনবল নিয়োগ	শূন্যপদের ৭৫%	শূন্যপদের ২৫%	১০০%
৬.	স্ব-উদ্যোগে তথ্য প্রকাশ	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন	অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত ৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে পরিকল্পনা প্রণয়ন	৫ টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ (তথ্য, স্বাস্থ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার ও সেতু বিভাগ)
৭.	এসএমএস প্রেরণ	৯ কোটি	৯ কোটি	১৮ কোটি
৮.	ভয়েস এসএমএস প্রেরণ	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন
৯.	টেলিভিশনে স্ক্রল প্রদর্শন	১০০০ মিনিট	১০০০ মিনিট	২০০০ মিনিট
১০.	তথ্য অধিকার বিষয়ক জারী গান/নাটিকা প্রচার	০১ টি	০১ টি	০২ টি
১১.	ওয়ার্কসপ/সেমিনার'	০৬ টি	০৬ টি	১২ টি
১২.	বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	-	০১ টি	০১ টি
১৩.	নিউজলেটার প্রকাশ	০১ টি	০২ টি	০৩ টি
১৪.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রকাশনা	০১ টি	০১ টি	০২ টি
১৫.	তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন বিষয়ক গবেষণাকর্ম	-	০১ টি	০১ টি

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

পরিশিষ্ট - ঞ

সচিবগণের সাথে মতবিনিময় সভার বিস্তারিত বিবরণী

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

গত ০৩/১২/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় উপস্থিত সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন মতামত এবং সুপারিশসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

স্থানঃ সভাকক্ষ, তথ্য কমিশন কার্যালয়
আগারগাঁও, ঢাকা।

প্রধান অতিথিঃ জনাব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, এম.পি মাননীয় মন্ত্রী তথ্য মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথিঃ জনাব মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেইন ভূঁইয়া, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সভাপতিঃ রাষ্ট্রদূত (অবঃ) মোহাম্মদ জমির, প্রধান তথ্য কমিশনার

বক্তব্য উপস্থাপকঃ

১। জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের, তথ্য কমিশনার;
২। জনাব অধ্যাপক ডঃ সাদেকা হালিম, তথ্য কমিশনার;
৩। জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার, সচিব তথ্য কমিশনার;
৪। জনাব মোঃ হাসিবুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, এমআরডিআই

সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দঃ

১। জনাব মোহাম্মদ মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ;
২। জনাব এম, এ, এন সিদ্দিক, সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত), সড়ক বিভাগ;
৩। জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, সচিব (দায়িত্বপ্রাপ্ত), সেতু বিভাগ;
৪। জনাব ফজলে কবির, সচিব, রেলপথ বিভাগ;
৫। জনাব মোঃ আতহারুল ইসলাম, সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৬। জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
৭। জনাব হেদায়েতুলাহ আল মামুন, সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়;
৮। জনাব তাপস কুমার রায়, অরিরিক্ত সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ;
৯। ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;
১০। জনাব আব্দুল আওয়াল হাওলাদার, অতিরিক্ত সচিব, খাদ্য বিভাগ;
১১। জনাব মিকাইল শিপার, অতিরিক্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়;
১২। জনাব ড. এম, আসলাম আলম, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ;
১৩। জনাব আবদুস সোবহান শিকদার, সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

এছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং তথ্য কমিশন ও এমআরডিআই এর কর্মকর্তাবৃন্দ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে তথ্যের অবাধ প্রবাহ একটি অন্যতম হাতিয়ার বলে তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত 'ভিশন ২০১১' বাস্তবায়নে সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। সরকারের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশাগুলো রয়েছে,ত থ্য প্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে অন্যতম, এবং এর সফলতা সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি কার্যকর সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল। তথ্য প্রদান ইউনিট, তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং তথ্য সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহ এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ফলে এ পদ্ধতিসমূহের আধুনিকায়নে জোর দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিশেষ অতিথিঃ

তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়নে তিনি সকল মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় যে কোন ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি মনে করেন জনগণ যদি সরকারের বিধি-বিধানসমূহ সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

সরকারি কার্যক্রমসমূহকে পরিশেষে তা আরও অর্থবহ করে তুলবে। সাধারণ জনগণ যেন সহজেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে, সে লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তথ্য বাতায়নগুলোকে আরো তথ্য নির্ভর করে উন্নত করা এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রসঙ্গে সভায় উপস্থিত সচিববৃন্দকে তিনি অতি দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সভাপতিঃ

গত ৩১/১১/২০১১ তারিখ পর্যন্ত তথ্য কমিশনের ওয়েব পোর্টালে ৯৯৯০ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, বেশ কিছু মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের তথ্য বাতায়নসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় না। এ সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে দ্রুত উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। সুশাসন সুনিশ্চিতকরণে তিনি সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উলেখ করেন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো সরকারকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে এগিয়ে আসতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে বক্তব্য উপস্থাপনঃ

তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের পটভূমি উপস্থাপন করে বাংলাদেশে এ আইন বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং আইনটি যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরেন। তথ্য কমিশনের সচিব জনাব নেপাল চন্দ্র সরকার তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক দিকসমূহ উপস্থাপন করে সচিবগণ ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন।

সচিবগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, মন্তব্য এবং সুপারিশসমূহঃ

তথ্য অধিকার আইনের ধারা ২ এ 'আপীল কর্তৃপক্ষ'- এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "আপীল কর্তৃপক্ষ হচ্ছে কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের ক্ষেত্রে উক্ত ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রশাসনিক প্রধান; অথবা কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে, উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের প্রশাসনিক প্রধান।" তথ্য প্রদান ইউনিট বলতে প্রধান কার্যালয় হতে সর্বনিম্ন উপজেলা কার্যালয় পর্যন্ত ধরা হয়। কোন তথ্য প্রদান ইউনিটের অব্যবহিত উর্ধ্বতন কার্যালয় না থাকলে বা উর্ধ্বতন কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হলে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন প্রান্তিক অঞ্চলের ব্যক্তির জন্য আপীল করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসা একটা বড় সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট পদমর্যাদার কথা উলেখ করা হয়নি। সুতরাং, সরকারি-বেসরকারি উভয়ক্ষেত্রেই কোন পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা/ কর্মচারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন তা নির্দিষ্টভাবে উলেখ করে তথ্য কমিশনের পক্ষ থেকে সাধারণ প্রজ্ঞাপন জারী করা প্রয়োজন।

তথ্য অধিকার আইনটি দুর্নীতি প্রতিরোধের একটি নিয়ামক। এ আইনটির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারি দপ্তরগুলোর সাথে এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সুসমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে জনঅবহিতকরণ সভা করা এবং একই সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে আইনটির নানা ধরণের প্রায়োগিক সমস্যার সমাধান করা দরকার।

তথ্য অধিকার আইনটি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন। আইনটি সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য ব্যাপক প্রচারণা দরকার। তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটের ঠিকানা মোবাইল ফোন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকহারে প্রচার করা প্রয়োজন।

তথ্য কমিশনের একজন কর্মকর্তাকে আলাদাভাবে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের কাছে কী ধরণের প্রশ্ন আসছে এবং করণীয় হিসেবে তারা কী করছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। এর ফলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সচেতন থাকবেন।

স্কুলের পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইনটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব জানান, ক্লাস সিক্স, সেভেন ও এইট-এর পাঠ্যসূচীতে তথ্য অধিকার আইনটি অন্তর্ভুক্ত করা না গেলেও ক্লাস নাইন ও টেনের পাঠ্যসূচীতে এ আইন সম্পর্কিত কিছু কথা অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে ২০১৩ সালের মধ্যেই বইটি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor